



শিশু পুলিশ
কর্তব্যরত অবস্থায়
বাবা মারা
যাওয়ায় ৫
বছরের শিশুকে
'চাইল্ড
কনস্টেবল' পদে
নিয়োগ করল
ছত্তিসগড় পুলিশ
পৃষ্ঠা ৫



কলকাতা সংস্করণ

জেল
পালাতে
টুথব্রাশ
যুক্তরাষ্ট্রে জেল
ভেঙে পালাতে দুই
অপরাধী টুথব্রাশ
দিয়ে দেওয়া
খুঁড়ে গর্ত করেছে
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৬৫ সংখ্যা □ ২৫ মার্চ, ২০২৩ □ ১০ চৈত্র ১৪২৯ □ শনিবার ৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 165 • 25 March, 2023 • Saturday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

ভারতীয় গণতন্ত্রের কালো দিন বললো বিরোধীরা মোদিকে কটাক্ষ করার প্রতিহিংসায় এবার রাহুলের সাংসদপদ খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : বিরোধী উপস্থিতি অবলোপ করার মোদির কেন্দ্রীয় শাসনে একের পর এক ফ্যাসিবাদী বোঁকের পদক্ষেপের আরো একটি ঘটলো শুক্রবার। 'টেকিয়ার চোর হায়' এবং 'সব মোদিরাই কেন চোর হয়' বক্তব্যের জন্য গুজরাটের প্রাক্তন বিজেপি মন্ত্রী পুর্নেশ মোদি'র করা মানহানির মামলায় দুই বছরের কারাদণ্ডের রায় ঘোষণার মাত্র এক দিনের মাথায় কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধিকে লোকসভায় অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে তাঁর ভারতীয় লোকসভার সদস্যপদ খারিজ হয়ে গেল। এবং ৮-বছরের জন্য তিনি নির্বাচনে লড়তে পারবেন না বলে ঘোষিত হল। শুক্রবারই দুপুরে রাহুলকে অযোগ্য ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করে লোকসভা সচিবালয়। একব্যাক্তো বিরোধীরা একে 'গণতন্ত্রের কালো দিন' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এরসঙ্গেই, আগে থেকেই চলা আদানি বিতর্কে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) গঠনের দাবি ও রাহুল বিতর্ক নিয়ে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ দাবি করে সম্মিলিত বিরোধী পক্ষ সংসদ ভবন থেকে রাষ্ট্রপতি



ঘটনার প্রতিবাদে রাষ্ট্রপতি ভবন অভিমুখে সম্মিলিত বিরোধী মিছিল আটকে দিচ্ছে পুলিশ।

ফটো : পিটিআই

ইডি, সিবিআইয়ের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে ১৪ দল

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : ইডি, সিবিআইকে বিরোধীদের দমন করতে অপব্যবহার করা হচ্ছে। এই অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করল কংগ্রেস-সহ ১৪টি দল। সেই তালিকায় তৃণমূল কংগ্রেসও আছে। আদালত সূত্রের খবর, শীর্ষ আদালত ৫ এপ্রিল মামলাটি শুনবে বলে জানিয়েছে। এখন দেখার ৫ তারিখ শুনানিতে আদালত কী বলে। মামলায় কী জবাব দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ১৪ দলের শুক্রবারের যৌথ মামলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদানি ইস্যুতে সংসদের যৌথ তদন্ত কমিটি বা জেপিসির দাবিতে গত এক মাস যাবত ১৮টি বিরোধী দল একত্রে দাবি জানিয়ে আসছে। সংসদেও ১৮টি দল এক সঙ্গে এই দাবিতে সরব হয়েছে তারা।

সংসদের বাইরে গান্ধী মূর্তির বাইরে, সাংবাদিক বৈঠকেও দেখা দিয়েছে ১৮ দলের নেতাদের। যা মোদি জমানায় নজিরবিহীন। যদিও সেই ১৮ দল তৃণমূল কংগ্রেস নেই। আদানি ইস্যুতে তারা এককভাবে লড়াই করছে। কিন্তু ইডি-সিবিআইকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের অভিযোগে হওয়া মামলায় शामिल হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসও। আজকের সিদ্ধান্তের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, দিন পনেরো আগে তৃণমূল-সহ বেশ কয়েকটি দল ইডি, সিবিআইয়ের বিরোধীদের বিরুদ্ধে অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দেয়। সেই উদ্যোগে কংগ্রেসকে দূরে রাখা হয়েছিল।

বিরোধীদের মধ্যে বামপন্থীরা ছাড়া কংগ্রেসের পক্ষে রাহুলই ছিলেন সবচেয়ে সরব। সম্ভবত আগামী ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত রাহুলকে আটকাতেই সুরাটের আদালতের ২ বছরের কারাদণ্ডের রায় এবং ৮ বছরের জন্য তাঁর ভোটে না লড়ার আইনের প্রয়োগ করলো সংসদের সচিবালয়। এমনই মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

কেবল তাই নয়, যে কায়দায় তড়িঘড়ি রাহুলের সাংসদপদ খারিজ করা হয়েছে তা নিয়েও যথেষ্ট প্রশ্ন উঠেছে। যদিও ভারতের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১-এর ৮ (৩) ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো সংসদ সদস্য কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, আর কমপক্ষে দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত হন, তাহলে তাঁর পদ খারিজ হবে। কিন্তু, বৃহস্পতিবার গুজরাটের সুরাটের যে আদালতে ৫২ বছর বয়সী রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে সেই আদালতই রাহুলকে ৩০ দিনের জামিন এবং উচ্চতর আদালতে

আপিল করার সুযোগ দিয়েছেন। তাহলে সেই আবেদনের সুযোগ না দিয়েই তড়িঘড়ি এই খারিজ কি বার্তা দেয় তা নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে। মানহানি মামলায় রাহুলকে দু'বছরের সাজা শোনারো সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, মানহানি মামলায় (অপরাধমূলক) ৪৯৯ ধারায় রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই ধরনের মামলায় দু'বছরের সাজা অত্যন্ত বিরল ঘটনা। কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, নিম্ন আদালতের এই রায়কে উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ জানাবেন রাহুল। সেখানে যদি নিম্ন আদালতের রায় বাতিল না হয়, বা সাজার নির্দেশে স্থগিতাদেশ না আসে, তাহলে সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারেন তিনি।

এর আগে সকালে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য লোকসভায় যান রাহুল গান্ধী। এ সময় লোকসভার অধিবেশনে ব্যাপক হট্টগোল হয়। বিক্ষোভ-প্রতিবাদের জেরে দুপুর পর্যন্ত লোকসভার

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

কেন্দ্রের বঞ্চনা ও রাজ্যের দুর্নীতির প্রতিবাদে

কলকাতায় বিশাল মিছিলসহ পথে নামছে বামফ্রন্ট

স্টাফ রিপোর্টার : মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের (রেগা) কেন্দ্রীয় বরাদ্দ না দেওয়া, রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা এবং সর্বোপরি রাজ্যের তৃণমূল সরকারের নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ২৮, ২৯ ও ৩০ মার্চ রাজ্যব্যাপী রাজ্য বামফ্রন্ট পথসভা, মিছিল ও বড় সভা করবে। শুক্রবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানালেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার রাজ্য বামফ্রন্টের বৈঠক হয়। সেখানে ঠিক হয়, রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ না রাখা মানে সাধারণ রাজ্যবাসীকে বঞ্চিত করা হয়। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ২৮ মার্চ জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরে বামফ্রন্টগতভাবে পথসভা হবে। ২৯ বার্ষিক কলকাতায় বিশাল মিছিল ও জমায়েত হবে। বেলা ২.৩০টায় রামলীলা পার্ক (মৌলানী) থেকে ধর্মতলার লেনিন মূর্তি পর্যন্ত বিশাল মিছিল হবে। মিছিলের শেষে একটি বড় সভাও হবে। বামফ্রন্টের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তব্য রাখবেন। একদিকে কেন্দ্রের নানাভাবে বঞ্চনা, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের সীমাহীন নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সভায় সরব হবে বামফ্রন্ট।

তিনি বলেন, রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা নতুন কিছু নয়। অতীতে বামফ্রন্ট ৩৪ বছর সরকার চালিয়েছে। আমরা কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের উন্নতি ও পুনর্বিন্যাসের জন্য মিছিল সভা এমনকি বাংলা বন্ধও করেছি। ধর্মঘটও করেছি। ২০১১ সালে

তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে। আমরা বিরোধী পক্ষে ছিলাম। আমরা কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছি। প্রতিটি দপ্তরে স্মারকলিপি দিয়েছি। এক্ষেত্রে বিরোধী হিসাবে বামদেদের ভূমিকা ছিল খুব উজ্জ্বল ও ইতিবাচক। আমাদের বক্তব্য হল, কেন্দ্র রাজ্যকে যে বরাদ্দ দেবে, তার কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য অনেক স্বশাসিত সংস্থা রয়েছে। রাজ্য কাজ ঠিকঠাক না করলে, তার জন্য আইন মোতাবেক ব্যবস্থা রয়েছে। তার মানে এই নয়, যে নারেগার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প থেকে রাজ্যকে বঞ্চিত করব। এটা কখনওই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

এদিন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবসু বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বাম জমানায় চাকরিতে যদি নিয়োগ দুর্নীতি হয়, তাহলে তৃণমূল সরকারকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি তার ক্ষেত্রে বের করুক। আবার তৃণমূলের দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করেছে আদালত। আমরা দাবি করছি, তৃণমূল সরকার তার দুর্নীতির ক্ষেত্রেও বের করুক। সূজন চক্রবর্তীর স্ত্রী মিলি চক্রবর্তীর নিয়োগ নিয়ে তদন্ত হতেই পারে। আমরা তাতে মোটেই ভয় পাই না। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত কলেজের শিক্ষাকর্মী ও অশিক্ষক কর্মচারীদের নিয়োগ নিয়ে কোনও পরীক্ষা ছিল না। ওগুলো নিয়োগ করত কলেজ পরিচালন সমিতি। তার জন্য কলেজকে বিজ্ঞাপন দিতে হত। কী কী যোগ্যতা লাগবে তাও বলে দেওয়া হত। তার ভিত্তিতেই মিলি চাকরি পেয়েছেন।

ডিএ ধর্মঘটকাণ্ডে

ক্রোধাঙ্ক রাজ্য মৃতের নামেও ধরালো চিঠি

স্টাফ রিপোর্টার : মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ-র দাবিতে উত্তাল রাজ্য। বকেয়া ডিএ-র দাবিতে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন সরকারি কর্মচারীরা। কয়েকদিন আগে ধর্মঘটও পালন করেন তাঁরা। এদিকে ধর্মঘট রুক্ষতে আগেই কড়া বার্তা দিয়েছিল নবান্ন। ধর্মঘট যোগ দিলে বেতন কাটা যাওয়ার পাশাপাশি শোকজ করা হবে বলেও কড়া ইশিয়ারি দেওয়া হয়। এরপরও যে আন্দোলনকারীদের দমানো যায়নি তা বলাই যায়। শোকজ হওয়া আন্দোলনকারীদের দাবি, উৎসবের মেজাজে এই শোকজের উত্তর দেওয়া হয়েছে। এমনকি শোকজ চিঠি পাওয়ার পর তাঁরা মিষ্টিমুখ করছেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদেরও ধরানো হচ্ছে শোকজ লেটার। এমনকি মৃত কর্মচারিকেও এই লেটার পাঠিয়েছে। শুধু তাই নয়, মাতৃদিকালীন ছুটিতে থাকা কর্মচারিকেও ধরানো হয়েছে

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিপিবিইএ'র সম্মেলনে হাজার হাজার ব্যাংক কর্মী রাজপথ কাঁপাল

সরকারি ব্যাঙ্ক রক্ষা ও বেসরকারি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের ডাক

সোনালী বিশ্বাস : পশ্চিম বাংলায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রাচীনতন ও বৃহত্তম সংগঠন বিপিবিইএ-র ৩০তম সম্মেলন শুক্রবার শুরু হল কলকাতার বিবাদী বাগ, ইন্ডিয়া এন্ডচেঞ্জ প্লেস থেকে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এক সুবিশাল মহামিছিলের মধ্যে দিয়ে।

গোটা রাজ্য থেকে এসেছেন কর্মীরা। হাজারে হাজারে। একদিকে পার্বত্য দার্জিলিং অন্যদিকে সমুদ্র কুলবর্তী কাকদ্বীপ। এসেছেন ব্যাঙ্কমিত্ররা যাঁরা প্রত্যন্ত গ্রামে ব্যাঙ্ক পরিষেবা দেন কিন্তু স্থায়ী ব্যাঙ্ক কর্মচারীর স্বীকৃতি পান না। এসেছেন এটিএম এর অতন্দ্র প্রহরী-সেই ঠিকা কর্মীরা যাঁদের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার লড়াই আজও জারি আছে এবং লড়তে তাঁরা ভয় পান না। কাজের অতিরিক্ত বোঝার চাপ মিটিয়ে এসেছেন সরকারি, বেসরকারি, বিদেশি ব্যাঙ্কের কর্মীরা যাঁরা বহন করে চলেছেন বিপিবিইএ-র দীর্ঘ ও সুবিশাল ঐতিহ্যকে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের হুমকি উপেক্ষা করে তাঁরা আওয়াজ তুলেছেন

দেশ বাঁচাও- ব্যাঙ্ক বাঁচাও, ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ মানছি না, মানব না, আর ব্যাঙ্কের টাকা যাঁরা লুট করেছেন সেই ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপীদের ফৌজদারি দণ্ডবিধির আওতায় নিয়ে আসারও দাবি তুলেছেন। এদিনই প্রভাত কর নগর, তারকেশ্বর চক্রবর্তী মঞ্চ (মহাজাতি সদন)-এ প্রকাশ্য সমাবেশের সূচনায়

রাজেন নাগর, সম্পাদক, বিপিবিইএ বলেন, এ এক কঠিন সময়ে আমরা সম্মেলন করছি যখন কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্ক শিল্পের উপর কঠিন আঘাত হানছে। তাই এই সম্মেলন সকলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এআইবিইএ-র সাধারণ সম্পাদক সি এইচ ভেক্টচলম।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী, শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা লড়ছেন। এআইবিইএ-র গত ৭৭ বছর ধরে কর্মচারীদের অধিকার রক্ষায় লড়েছেন, সেই অর্জিত অধিকার যখন ভঙ্গ করা হয় তখনও আমাদের লড়তে হবে। কেন্দ্রীয়

২ পৃষ্ঠায় দেখুন



বিপিবিইএ'র ৩০তম রাজ্য সম্মেলনে কলকাতার বুকে ব্যাঙ্ক কর্মীদের দৃশ্য মিছিল। ফটো : দিলীপ ভৌমিক

ভিতরের পাতায়

বউয়ের বকলমে যাবতীয় কুকীর্তি চালাতেন শান্তনু। পৃষ্ঠা : ২ □ রাহুল প্রসঙ্গে মোদিকে আক্রমণ কেজরির। পৃষ্ঠা : ৫ □ ফ্রান্সে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ। পৃষ্ঠা : ৭

কর্মীদের সম্পত্তির হিসাব নেবে কলকাতা পুরসভা

স্টাফ রিপোর্টার : কলকাতা পুরসভার চাকরিতে নিয়োগ দূনীতি হয়েছে বলে অভিযোগ। আর তারপরই কড়া পদক্ষেপ করল পুর–কর্তৃপক্ষ। এবার থেকে অনলাইনে জমা করতে হবে সম্পত্তির হিসেবনিকেশ। তবে এটা শুধুমাত্র কলকাতা পুরসভার কর্মীদের জন্য পদক্ষেপ করা হয়েছে। সম্পত্তির হিসাব এবার তাঁদের অনলাইনের মাধ্যমে জমা করতে হবে। আর এই নিয়ে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে। কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সমস্ত কর্মীকে। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার নিয়োগে দূনীতির অভিযোগ উঠেছে। যার জেরে নতুন নিয়ম তৈরি হয়েছে নিয়োগে। জেলাশাসকের মাধ্যমে এবার নিয়োগ হবে পুরসভায়। অয়ন শীল গ্রেফতার হতেই এই নিয়োগ

দূনীতি প্রকাশ্যে আসে। আর এখন বিজ্ঞপ্তি জারি করে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পত্তির হিসাব জমা করার কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি জারি করে পুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অ্যানুয়াল কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টও জমা করতে হবে নির্ধারিত সময়েই। এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, এতদিন চিরকুটে লিখে নিজেদের সম্পত্তির খতিয়ান পেশ করতেন পুরসভার কর্মীরা। এই কাগজে পেশ করা সম্পত্তির খতিয়ানে তেমন গুরুত্ব দিতেন না দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরসভার আধিকারিকরা। সুতরাং সেই কর্মীর কত সম্পত্তি বাড়ল সেটা প্রকাশ্যে আসত না। এই পুরকর্মীদের দেওয়া নিজেদের সম্পত্তির হিসাবের খতিয়ান আলমারিতে ফাইলবন্দি হয়ে থাকত। কিন্তু এবার নিয়মে

পরিবর্তন আনল পুরসভা কর্তৃপক্ষ। গোটা বিষয়টির উপর পুরসভার পক্ষ থেকে কড়া নজর রাখা হবে। অন্যদিকে অনলাইনে সম্পত্তির খতিয়ান পেশের ব্যবস্থা চালু হলে যখন–তখন তা দেখা যাবে। আর অনলাইনে যা জানানো হচ্ছে সেটার উপর তদন্তও হতে পারে। ভুল তথ্য পেশ করলে শাস্তিও পেতে পারেন তাঁরা। এই পদক্ষেপ করার একটাই কারণ, যাতে কোনও পুরকর্মীর আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির যদি সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে দ্রুততার সঙ্গে সেই কর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা যাবে। পুরকর্মীদের পদোন্নতির সময়ে দেখা হয়, বিগত বছরগুলিতে তিনি সময় মতো সম্পত্তির হিসেব দিয়েছেন কি না।

বউয়ের বকলমে যাবতীয় কুকীর্তি চালাতেন শান্তনু : ইডি

স্টাফ রিপোর্টার : নিয়োগ দূনীতিতে গ্রেফতার শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। একাধিক চাক্ষল্যকর তথ্য উঠে আসছে শান্তনুর বিষয়ে। আদালতে ইডি দাবি করেছে, শান্তনুর ৫টি বেআইনি সম্পত্তি পাওয়া গিয়েছে। এদিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, জেরায় শান্তনু দাবি করেছেন, তিনি কখনও তাপসকে দেখেননি। শান্তনুর যেসব জমি ও সম্পত্তির সন্ধান মিলেছে, তাতে তাঁর পরিবারের সদস্যদের নাম রয়েছে। ইডি সূত্রের দাবি, ২০১৪ সালের টেটের দূনীতিতেও যুক্ত রয়েছে শান্তনু। ২০১২ সালের টেটের অ্যাডমিট কার্ড পাওয়া গিয়েছিল শান্তনুর থেকে। কিন্তু সূত্রের খবর, শান্তনু জেরায় দাবি করেছেন, কেন সেই নথি তাঁর কাছে ছিল, তা মনে নেই শান্তনুর।

উল্লেখ্য, সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, শান্তনুরে আইফোন থেকেও মিলেছে অ্যাডমিট কার্ড। একাধিক কোম্পানির হৃদিশ পাওয়া গিয়েছে, যার মাধ্যমে মোটা টাকার ট্রানজাকশন হয়েছে।

<div>স্ক্রিম কর্মীদের সভা</div>
 <div>এআইটিইউসি রাজ্য কাউন্সিলের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গনওয়াড়ি আশা কর্মী প্রভৃতি স্ক্রিম কর্মীদের সভা</div>

<div>২ এপ্রিল বেলা</div>
<div>১২টা থেকে</div>
এআইটিইউসি রাজ্য দপ্তর
উজ্জ্বল চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
এআইটিইউসি প.ব. কমিটি

ম্যাক্সিম গোর্কির প্রতি শ্রদ্ধায় প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা
২৭- ৩১ মার্চ
গোর্কি সদন
☐ ২৭ মার্চ : বিশিষ্টজনেদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন প্রতিদিন ৪টা থেকে ৬টা খোলা থাকবে
☐ ২৮ মার্চ : সকাল সাড়ে ৯টা থেকে রাশিয়ান ভাষার পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিশিষ্টজনেদের মনোজ্ঞ আলোচনা
☐ ২৯ – ৩১ মার্চ : প্রতিদিন বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে চলচ্চিত্র প্রদর্শন
আয়োজনে
আইজেনস্টাইন সিনে ক্লাব, নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি এবং সিনে সেন্ট্রাল
কলকাতা।

সেই কোম্পানির ডামি অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরানো হয়েছে বা সম্পত্তি কেনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এর পাশাপাশি মানিক ভট্টাচার্য ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো একাধিক প্রভাবশালীর সঙ্গেও শান্তনুর যোগ পাওয়া গিয়েছে বলে খবর। নিয়োগ দূনীতিতে গ্রেফতার শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুগলিতে ৪১ ডেসিবেলের একটি ফার্ম হাউস মিলেছে বলে জানা যাচ্ছে এবং সূত্রের খবর, সেটি ইভান কনট্রেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নামে রয়েছে। সূত্রের খবর, দূনীতির টাকা দিয়েই সেটি কেনা হয়েছে বলে সন্দেহ করছে

গভীর সমুদ্রে মৃত্যু মৎস্যজীবীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : গভীর সমুদ্রে ম্রাছ শিকার করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর। আনুমানিক শুক্রবার সকাল সাতটা নাগাদ তাঁকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনাস্থলে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ মেহটি উদ্ধার করে মুলানাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। জানা গিয়েছে, মৃত মৎস্যজীবীর নাম দুলাল প্রামাণিক। বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। তিনি নামখানা র্রকের ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার অন্তর্গত দক্ষিণ শিপপুর এলাকার বাসিন্দা।

অন্যান্য মৎস্যজীবীদের থেকে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ২১শে মার্চ মঙ্গলবার মৎস্য শিকারের উদ্দেশ্যে গভীর সমুদ্রে রওনা দেন দুলাল। তিনি এফবি

তদন্তকারী সংস্থা। জানা যাচ্ছে, যে বেনামি সম্পত্তিগুলির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কর্মী ও পরিচিতিদের নামে কিনেছিলেন। সূত্রের খবর, স্ত্রীর নাম ব্যবহার করে সম্পত্তি কিনেছিলেন শান্তনু। স্ত্রীর নাম সামনে রেখেই যাবতীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করতেন নিয়োগ দূনীতিতে গ্রেফতার শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, এদিন শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদালতে পেশ করা হলে ইডির আইনজীবী তাঁর বিষয়ে চাক্ষল্যকর দাবি করেছেন। ইডির দাবি, পার্শ্বর কায়দায় দূনীতি করেছে শান্তনু।

রিয়া নামের একটি ট্রলারে করে সহকর্মী মৎস্যজীবীদের সঙ্গে সমুদ্রে যান। তারপর গভীর সমুদ্রের মধ্যে ট্রলারে থাকাকালীনই বৃহস্পতিবার রাত ১২ টা নাগাদ অসুস্থ হয়ে পড়েন দুলাল প্রামাণিক। তখনই তড়িঘড়ি করে দুলাল প্রামাণিককে নিয়ে এফবি রিয়া নামের ট্রলারটি উপকূলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। শুক্রবার ট্রালারটি উপকূলে পৌঁছতেই বাকি মৎস্যজীবীরা অসুস্থ দুলাল প্রামাণিককে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার বেলে শোকসন্তরু মৃতর পরিবার সহ অন্যান্য মৎস্যজীবীরা।

কলকাতা স্টেশনে ৩ কেজি সোনা আটক, ধৃত ২

স্টাফ রিপোর্টার : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৩ কেজি সোনার বাট সহ ২ পাচারকারীকে গ্রেফতার করল রেল পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদের কলকাতা স্টেশন থেকে আটক করা হয় বলে খবর। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রে সোনা পাচারের খবর আমরা পাই, খবর পেয়েই একটি স্পেশাল টিমকে কাজে লাগিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, দুই পাচারকারীর থেকে বিভিন্ন আকারের বিস্কুটের মত ৩ কেজি সোনা উদ্ধার হয়। শুক্রবার রেল পুলিশের ওই রেঞ্জের ডিআইজির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, প্রাথমিক ভাবে জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেছে রাজস্থান থেকে তারা সোনা পাচারের চেষ্টা করছিল।


 রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ য্ফটো : কালান্তর

অবৈধ বালি পাচার রুখতে গিয়ে আক্রান্ত প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা : অবৈধ বালি তোলা আটকাতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। ভাঙচুর করে ছালিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের গাড়িও। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ফাঁসিদেওয়ার পাথর গুমগুমিয়া চা বাগানে। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান চালিয়েছিল পাথর হিহিরা গ্রামে চেকা নদীতে সেখানে অবৈধ বালি তোলা চলছিল। তা আটকাতে গিয়ে এলাকাবাসীদের হাতে আক্রান্ত হতে হয় পুলিশকে। পুলিশের গাড়িই ভাঙচুর করে ছালিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনা সূত্রে জানা যাচ্ছে, নদীতে যখন অবৈধ উপায়ে বালি তোলার কাজ চলছিল, তখনই হানা দেয় পুলিশ। একটি সন্ডেও হোলির আগের রাতে ট্রাস্টের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন

পুলিস কর্মীরা। এদিকে, দূর থেকে পুলিশের গাড়ি দেখে পালানোর চেষ্টা করে ট্রাস্টরটি। সেটি পালাতে গিয়ে এক বাইক আরোহীকে ধাক্কা মারে। এরপরেই গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর চালান। ছালিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের গাড়ি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল বাহিনী। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। গ্রামের এলাকা থমথমে রয়েছে।

প্রসঙ্গত, চলতি মাসেই বালাসন নদী থেকে বালি তুলতে গিয়ে মৃত্যু হয় তিন জনের। বালি তোলার অনুমতি ছিল না। তা সন্ডেও হোলির আগের রাতে ট্রাস্টের নিয়ে বালি তুলতে যান তিন জন।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের ডাক

১ পৃষ্ঠার পর সরকার সরকারি ব্যাঙ্ক বেসরকারি করার উদ্যোগ নিচ্ছেন,আমরা তার বিরোধিতা করি, বরং আমরা দাবি করি বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রীয়করণ করতে হবে। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ক্রমাগত লড়াই এর ফলে এখনো পর্যন্ত বেসরকারিকরন করা সম্ভব হয়নি। আমরা সামগ্রিকভাবে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করি। ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংগঠনের যুক্ত মঞ্চ ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস–এর পক্ষ থেকে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন– শুভজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, আশিস কুন্ডু, জয়দেব দাশগুপ্ত, রাজেশ কুমার সিং, সৌতম নিয়োগী, সিদ্ধার্থ নারায়ণ দত্ত, গোপাল নাগ। সভা পরিচালনা করেন ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা বিপ্লিবিএ চোয়ারমান কহাল ভট্টাচার্য। শনিবার শুরু হবে প্রতিনিধি সম্মেলন। সম্মেলন চলবে রবিবার পর্যন্ত।

রাহুলের সাংসদপদ খারিজ

১ পৃষ্ঠার পর অধিবেশন মূলতবি করা হয়। এরপর রাহুল চলে যান। রাহুলকে লোকসভায় অযোগ্য ঘোষণার আগে এবং পরে জরুরি বৈঠকে বসেন বিরোধী নেতৃত্ব। এছাড়া, বৈঠক ডাকে কংগ্রেসও। এই বৈঠকে কংগ্রেসের সিন্য়ারিং কমিটি, সব রাজ্যের কংগ্রেসের সভাপতিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে হাজির থাকতে বলা হয়। বৈঠকে হাজির ছিলেন রাহুল নিজে এবং সোনিয়াও। বৈঠকে পরবর্তী করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়। আদালতের সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন বিরোধী শিবির। এনিয়ে বিজেপিকে একহাত নিয়ে বিরোধীরা বলেছেন, ওঁকে (রাহুল) খারিজ করার সব চেষ্টাই করছে ওরা(বিজেপি)। যাঁরা সত্যি বলছেন, তাঁদের রাখতে চান না ওঁরা। কিন্তু, আমরা সত্যিটা বলে যাব। আমরা জেপিসি–র দাবি করব। প্রয়োজন পড়লে গণতন্ত্র রক্ষা করতে আমরা জেলে যাবো। প্রধানমন্ত্রীর নতুন ভারতে বিরোধী নেতারা বিজেপির প্রাইম টার্গেট। অপরায়ের ইতিহাস থাকলেও, মন্ত্রিসভায় আছেন বিজেপি নেতারা।

মৃতের নামেও ধরালো চিঠি

১ পৃষ্ঠার পর শোকজ চিঠি। যৌথ মঞ্চের এক আদোলনকারী বলেন, প্রায় ১ লক্ষ শোকজ করেছে। শিক্ষা দফতর থেকে প্রুর শিক্ষককে শোকজ ধারনো হয়েছে। তবে শোকজ লেটার ধারনোর পর উৎসব শুরু হয়েছে। আমরা উৎসবের আমেজে এই শোকজের জবাব দিছি। যাঁরা অবসরপ্রাপ্ত, দীর্ঘদিন ছুটিতে রয়েছেন, তাঁদের শোকজ ধরনো হয়েছে। তাই এই শোকজ আমরা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের লিগ্যাল সেক্টর পক্ষ থেকে একটি বয়ান তৈরি করেছি। এই বয়ানের সাপেক্ষে আমরা জবাব দিছি। আর এই অর্ডারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আমরা আদালতে যাব। একই ছবি দেখা গেল জেলাতেই। শুক্রবার দুপুরে রাজগঞ্জের সার্কুল অফিসে জমায়েত হয়ে আবীর খেলে উৎসব পালন করে শোকজের এর উত্তর দিলেন শতাধিক শিক্ষকেরা। সরকার লাগাতার আমাদের সঙ্গে বঞ্চনা করছেন। বিভিন্ন বিষয়ের দাবি জানিয়ে আমরা যারা গত ১০ তারিখ ধর্মঘটে যোগদান করি তাঁদের শোকজ চিঠি পাঠনো হয়েছে। আমাদের ভয় নেই এতো আমরা একদিনের বেতন স্ট্রেঞ্চয় সরকারকে দিলাম। আজ আমরা আবির খেলে শোকজের উত্তর দিলাম। রায়গঞ্জের চিঠিও একা এ দিন, দক্ষিণ সার্কুলে জমায়েত হন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। একে অন্যের গালে আবির দিয়ে কার্যত অকাল হোলি খেলেন তাঁরা।

বাড়বে তাপমাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার : কয়েকদিন আগে বাড়–বৃষ্টির জেরে গরমের হাত থেকে সাময়িক স্রুস্তি পেয়েছিলেন এলাকাবাসী। চাঁদিকাটা গরমে রীতিমত নাজেহাল অবস্থা হওয়ার জোগাড় ছিল। তবে বাড়–বৃষ্টিতে অন্তত শান্তি এসেছিল সাময়িক। এবার আর বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই জানাল আলিপুর হাওয়া অফিস। আগামী দু থেকে তিনদিন তাপমাত্রা বাড়বে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি। উত্তর–পশ্চিম দিক থেকে শুষ্ক গরম হাওয়া আসছে। বাড় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে।

বালি চাণা পড়ে মৃত্যু হয় তাঁদের। অভিযোগ, মৃতদের মধ্যে দু জন নাবালক। উত্তরবঙ্গে জানুয়ারি মাস থেকেই বালি তোলার কোনও অনুমতি নেই। কিন্তু অভিযোগ, প্রতিদিনই শয়ে শয়ে ট্রাক নদী থেকে বালি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। সরকারি নিয়মকে তোয়াক্কা না করেই বালি উত্তোলন চলছে, তা পাচারও হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রশাসনেরও একাংশের মদত রয়েছে বলে গ্রামবাসীরা সরব হন। কিন্তু এদিন যখন খবর পেয়ে বালি পাচারকারীদের ধরতে গিয়েছিল পুলিশ, সেখানে গ্রামবাসীদেরই তাড়া খেতে হল প্রশাসনকে। নদী থেকে অবৈধ বালি পাচার রোখা নিয়ে উদ্ভিগ্ন প্রশাসনও। বিষয়টি নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে খবর।

ভুল বোঝার জন্য হাইকোর্টে ক্ষমা চাইলেন এসএসসি চোয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার : নিজের ভুল–এর জন্য হাইকোর্টের কাছে ক্ষমা চাইলেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চোয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। তবে ভুলটি তিনি জেনে বুঝে করেনি। বুঝতে না পেরে ভুল হয়েছিল তাঁর। এমনটাই আদালতে শুক্রবার জানিয়েছেন এসএসসি–র চোয়ারম্যান। নম্বর বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি মামলায় আদালতের নির্দেশ অমান্য করার জন্য গত শুনানিতে বিচারপতি রাজশেখর মাহ্‌তা চোয়ারম্যানকে সশরীরে আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ মতো শুক্রবার হাজিরা দিয়ে সিদ্ধার্থ মজুমদার জানান আদালতের নির্দেশ তাঁদের বুঝতে ভুল হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায়, সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন এসেছে এই অভিযোগে তুলে ৮৩ জন মামলা করেন। গত জুন মামলাকারীদের নম্বর দিতে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় এসএসসি–কে। কিন্তু সেই নির্দেশ মানা হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। এসএসসি এই নির্দেশ না মানায় গত শুক্রবার শুনানিতে ক্ষুদ্ধ হন বিচারপতি মাহ্‌তা। তিনি বলেন, এসএসসি কি কোর্টের সঙ্গে খেলা করছে। নিজেরা নিয়োগ করছে আর নিজেরাই ভুল করছে। আদালত নির্দেশ দেওয়ার পর কার্যকর হচ্ছে না। এটা কি পরিকল্পনা করে হচ্ছে? তিনি পরবর্তী শুনানিতে এসএসসি–র চোারম্যানকে আদালতে সশরীরে হাজির হতে নির্দেশ দেন।

শুক্রবার বিচারপতির কাছে নিজের বক্তব্য রাখেন এসএসসি–র চোয়াম্যান। সেই সময় তিনি এই ভুল স্বীকার করেন। এর আগে আদালত পদ্ধতিগত ত্রুটি দূর করার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই কাজ কতদূর এগোল আগামী শুক্রবার তা জানতে চেয়েছে আদালত। নির্দেশ না থাকলেও সে দিন সশরীরে আদালতে হাজির থাকতে পারেন এসএসসি–র চোয়ারম্যান। তিনি নিজেই আদালতের কাছে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট তুলে দিতে পারেন বলে সূত্রের খবর।

আধিকারিকের সই জাল কাঠগড়ায় সরকারি কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা : জেলা কর্মীদের সন্দেহ হয় প্রশাসনিক ভবনের চেয়ারে বসে একাধিক আধিকারিকের সই জাল করার অভিযোগ। শুধু তাই নয়, এক সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলা জনগণনা দফতরের ওই কর্মীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ। একই সঙ্গে সিল করে দেওয়া হয় নদিয়া জেলা প্রশাসনের জনগণনা দফতরটিকেও। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত সরকারি কর্মীর নাম মনোতোষ কর্মকার। সূত্রের খবর, কয়েক বছর আগে চাকুরি থেকে অবসর নেন তিনি। অবসরের পরেও কর্মকারকে। শুক্রবার তাঁকে তিনি কর্মরত ছিলেন অথচ বেতন দিচ্ছিলেন না। আর তখনই সকল হয়।

চৈতালি গ্রেফতারেও সুপ্রিম–রক্ষাকবচ

স্টাফ রিপোর্টার : আসানসোল কস্থলকাণ্ডে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির স্ত্রী চৈতালিকে গ্রেফতার করতে পারবে না রাজ্য পুলিশ। শুক্রবার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতে ১৪ দিনের রক্ষাকবচ পেলেন চৈতালি। তাঁর সঙ্গে কাউন্সিলর গৌরব গুপ্ত ও যুবনেতা তেজ প্রতাপ সিং–এর আগাম জামিনের আবেদনের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, আগামী ৮ তারিখ পর্যন্ত তাঁদেরকে গ্রেফতার করতে পারবে না রাজ্য পুলিশ। এদিকে, আসানসোল সিজেএম আদালতে জিতেন্দ্র তিওয়ারির জামিনের আবেদন না মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছর ১৪ ডিসেম্বর আসানসোলের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে শিব চর্চা অনুষ্ঠান হয়। ধর্মীয় সেই অনুষ্ঠানে জিতেন্দ্রর স্ত্রী কাউন্সিলর চৈতালির উদ্যোগে কস্থল বিতরণ কর্মসূচি নেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। তিনি প্রতীকী হিসাবে কয়েকজনের হাতে কস্থল তুলে দিয়ে চলে যান। এরপরই শুরু হয় কস্থল নেওয়ার জন্য ছড়োছড়ি। পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ৩ জনের। জিতেন্দ্র তিওয়ারি ও চৈতালির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন মৃত এক ব্যক্তির পরিজন। একাধিকবার পুলিশ গিয়ে চৈতালি ও জিতেন্দ্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে একাধিকবার জেরা করা হয়। এরপর জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত।

শনিবার আচমকাই আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশে কমিশনারেটের গোয়েন্দা দফতর এবং আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে নয়ডায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে থেকে জিতেন্দ্রকে গ্রেফতার করে। পুলিশের একআইআর ১২ জনের বিরুদ্ধে মূলত অভিযোগ ছিল। তাঁদের মধ্যে প্রথমের দিকেই নাম ছিল চৈতালী ও বাকি এই দুই জনের। তাঁদের আগাম জামিনের আবেদনে অন্তবর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই যুক্তি দেখিয়েই নিম্ন আদালতে জিতেন্দ্রর জামিনের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন তাঁর আইনজীবী। যদিও তা ধোপে টেকেনি। তাই জেলেই থাকতে হচ্ছে জিতেন্দ্রকে। বৃহস্পতিবারও কস্থল কাণ্ডে জামিন পাননি বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি জামিনের আর্জি খারিজ হওয়ায় ৮ দিনের হেফাজত শেষে সোমবার জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে আবার আসানসোল আদালতে পেশ করা হবে। কস্থল কাণ্ডে গত ১৯ তারিখ নয়ডা থেকে জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে গ্রেফতার করে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ। তার আগে ১৫ তারিখই জিতেন্দ্র ও কাউন্সিলর গৌরব গুপ্ত ও যুবনেতা তেজ প্রতাপ সিংয়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। গ্রেফতার হতে পারেন আশঙ্কা করে সুপ্রিম কোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করতে যাচ্ছিলেন জিতেন্দ্র। কিন্তু তাঁর আগেই রাজ্যের পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন তিনি। বাকি দুজনের মামলা শুনে সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের সুরক্ষাকবচ দেয়।

নিউটাউনে হতে চলেছে ভাষামেলা

স্টাফ রিপোর্টার : ইনস্টিটিউট বহু সাধারণ মানুষও এই মেলায় অফ ল্যাম্বুয়েজ অ্যান্ড স্টাডিজ উপস্থিত থাকবে বলে আশাবাদী আগামী ২৫, ২৬ মার্চ অর্থাৎ আয়োজকরা। রাজ্যের বিভিন্ন আগামী শনি ও রবিবার নিউ সম্প্রদায়েের ভাষা এবং তাদের টাউনের রবীন্দ্রতীর্থেতে দু’দিন বিশেষ সেমিনার হবে, থাকবে ব্যাপী ভাষা মেলা আয়োজন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ভূমিজ, রাজবংশী, মেচ,তামাং–সহ রাজবংশী, মেচ,তামাং–সহ বক্তব্য ও তাঁর চলচ্চিত্রের প্রদর্শন করা হবে। এছাড়াও সেদিন রবিবার নিউটাউন রবীন্দ্রতীর্থে দোহারের অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হবে। নানা জনগোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে বিরুদ্ধ আলোচনায়ে অংশ নেবেন জলধর কর্মকার, সন মাহাতো, তপন কুমার সিং, সুনীরাণ কোরা, দীপক কুমার রায়, শ্রীপতি টুডু, প্রশান্ত রায়,. সুশীল রাভা।

মেয়েদের দুনিয়া

পুলিসি তদন্ত হাতে গোনা

ভারতে নারী ও শিশুদের ওপরে সাইবার অপরাধ বাড়ছে

বিশেষ প্রতিবেদন

সেটা ছিল ২০১৬ সালের
জুড়ির দিক। তিরিশ ছুই ছুই
এ

নারীর কাছে তার
জিমেইলে কুকথা লিখে
পাঠাতে শুরু করেন কেউ।
ওই নারী আদতে কলকাতার
বাসিন্দা হলেও কাজের সূত্রে
দিল্লি লাগোয়া গুরুগ্রামে
থাকতেন তখন।

ওই ইমেইলগুলো কে
পাঠাচ্ছিল, আমি একরকম
নিশ্চিত ছিলাম, যদিও মেসেজ
আর ইমেইলগুলো ফেক আই
ডি থেকে পাঠানো হতো।
আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে এক
নারীর সঙ্গে আমার সামান্যই
আলাপ হয়েছিল। আমি কেন
ওই ছেলেটির সঙ্গে বন্ধুত্ব
রেখেছি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে
শুরু করেন ওই নারী। ধীরে
ধীরে গালিগালাজ দেওয়া শুরু
হয়। তারপর সেটা পৌঁছায়
অশ্রাব্য গালিগালাজে। আমার
চেহারা নিয়ে বিভিন্নভাবে বুলিং
করতে শুরু করে, বলছিলেন
নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক
ওই নারী।

ওই বছরেরই শেষের দিকে
তিনি কলকাতা পুলিশের কাছে
সম্মিলিত গিয়ে অভিযোগ
করেছিলেন।

বেনামী অভিযোগ বাড়ছে :
২০১৯ সাল থেকে সাইবার
অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ
জানাতে পুলিশের কাছে
সরাসরি হাজির না হলেও
চলে। জাতীয় স্তরের একটি
পোর্টালে নাম প্রকাশ না করেই
অভিযোগ জানানো যায় এখন।
কিন্তু কয়েক বছর ধরে সেই
পোর্টালটি চলার পরে এখন
দেখা যাচ্ছে সেইসব বেনামী
অভিযোগগুলোর ভিত্তিতে
পুলিস প্রায় কোনও তদন্তই
করছে না। পার্লামেন্টের
উচ্চক্ষম রাজ্যসভায় একটি



লিখিত প্রশ্নের জবাবে সম্প্রতি
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে যে
২০২০ সালে নারী এবং
শিশুদের সঙ্গে সাইবার
অপরাধ হওয়ার ১৭,৪৬০টি
বেনামী অভিযোগ জমা
পড়েছিল ওই পোর্টালে, কিন্তু
পুলিস মাত্র ২৬টি এফআইআর
দায়ের করেছে।

আবার ২০২২ সালে
৫৬,১০২টি বেনামী অভিযোগ
দায়ের হয়েছিল যেখানে নারী
ও শিশুরা সাইবার অপরাধের
শিকার হয়েছিলেন। ওই বছর
মাত্র নয়টি অভিযোগের ক্ষেত্রে
এফআইআর হয়েছে। বিপুল
সংখ্যক অভিযোগের
পরিপ্রেক্ষিতে এফআইআর যে
হয় না, সেটা সঠিক। আমার
অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি
সাইবার অপরাধের শিকার
হওয়া নারী বা শিশুদের নিয়ে
যখন তাদের পরিবার
অভিযোগ জানাতে আসেন,
বেশিরভাগেরই অনুরোধ থাকে
যে পেজ বা অ্যাকাউন্ট থেকে
অপরাধটা সংঘটিত হয়েছে,
সেই পেজ বা অ্যাকাউন্টটি
বন্ধ করে দেওয়ার, বলছিলেন
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাইবার
অপরাধ সংক্রান্ত বিশেষ
পাবলিক প্রোসেকিউটর বিভাগ
চ্যাটার্জি। আবার সাইবার
অপরাধ সংক্রান্ত মামলা হওয়া

উচিত তথ্যপ্রযুক্তি আইনে,
কিন্তু মামলা রুজু করা হয়
ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী,
কারণ তথ্যপ্রযুক্তি আইনে
তদন্তকারী অফিসারদের
ইন্সপেক্টর র‍্যাঙ্কের হতে হয়,
আর পর্যাপ্ত ইন্সপেক্টর না
থাকায় অনেক সময় দণ্ডবিধি
অনুযায়ী মামলা করা হয় না
বলে জানাচ্ছিলেন বিভাগ
চ্যাটার্জি। পুলিশ কর্মকর্তারা
বলছেন, বেনামী অভিযোগের
ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা
হলো— যদি বাড়তি কোনও
তথ্য দরকার হয় তদন্তে নেমে,
সেটা পাওয়ার কোনও উপায়
নেই। কারণ অভিযোগকারীর
কোনও তথ্যই তো পুলিশের
কাছে নেই। অন্যদিকে একজন
অভিযোগ জানানোর পরে
তদন্তের অগ্রগতির বিষয়েও
তিনি জানতে পারবেন না,
কারণ বেনামী অভিযোগ
হওয়ার ফলে তার অভিযোগ
ট্র্যাক করার কোনও পদ্ধতি
নেই। ভারতে এই পোর্টালে
নাম উল্লেখ না করেও সাইবার
অপরাধের অভিযোগ দায়ের
করা যায়

বেশিরভাগ পরিবারই তদন্ত
চায় না :
সাইবার অপরাধের মধ্যে
সব থেকে গুরুতর

অপরাধগুলি হল রিভেঞ্জ পর্ণ,
ধর্ষণের হুমকি, ব্ল্যাকমেইল
করা আর সেক্টিশ্যান। মি.
চ্যাটার্জি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম
রিভেঞ্জ পর্ণ সংক্রান্ত
মামলাটিতে অবশ্য
অপরাধীকে জেলে
ভরেছিলেন। ওই ঘটনাতেও
দেখেছিলাম অপরাধের শিকার
হওয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীর
বাবা কিন্তু প্রথমে চাননি তদন্ত
বা মামলা করতে। আমাদের
মাইন্ড-সেটটাই এমন হয়ে
গেছে, যে ভিত্তিম সে লুকিয়ে
বেড়াবে আর অপরাধী বুক
ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে।
বেশিরভাগ নারী বা শিশুর
পরিবারই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে
যেতে আগ্রহী হন না, মন্তব্য
মি. চ্যাটার্জি। প্রথমে যে
মধ্যবয়সী নারীর ঘটনাটা
উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি
বলছিলেন, পুলিশ আমার
অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও
ডায়েরি নেয়নি। আবার
এদিকে ক্রমাগত গালিগালাজ
আর খারাপ কথা লেখা
ইমেইল আর মেসেজ
আসতেই ছিল। একদিন
আমার অফিসের বসকে
মেসেঞ্জারে গালাগালি দেওয়া
হয়। আমরা দুজনে গুরুগ্রাম
পুলিসের কাছে লিখিত
অভিযোগ করেছিলাম।
অনেকবার ফলো আপ
করেছি। কিন্তু বেশ কয়েক
মাস পরে আমাদের বলা হয়
ওই ফেক আইডির আইপি
অ্যাড্রেস নাকি ট্র্যাক করা
যাচ্ছে না! আমরা তো তাদের
সবগুলো ইউআরএল
দিয়েছিলাম! তিনি আরও
বলছিলেন, অপরাধীকে
শনাক্ত না করতে পারায়
ফেক আইডি থেকে ক্রমাগত
মেসেজ আর মেইল আসতেই

থাকে, যে নারী ওই
মেসেজগুলো পাঠাচ্ছিলেন,
তিনি একটা সময়ে নিজের ছবি
ব্যবহার করেই মেসেজ পাঠাতে
থাকেন, যেন এমন একটা ভাব
যে কিছুই করতে পারবে না
তুমি। গতবছর পর্যন্তও মেসেজ
এসেছে।

‘দরকার মানসিক সহায়তা’ :
পুলিস এফআইআর কেন
নেয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে,
তার একটা অন্য দিক ব্যাখ্যা
করতে গিয়ে সরকারি স্টেশন
বিভাগ চ্যাটার্জি বলছেন,
যেহেতু একজন নারী বা শিশুর
অনলাইন পরিচয় প্রকাশ পেয়ে
গেছে অপরাধীদের মাধ্যমে,
সেটা আটকাতে পুলিশ বেশি
তৎপর থাকে। ওই অনলাইন
পরিচয় পৃথিবীর কোন প্রান্তে
হাতে পড়বে বলা যায় না।
সেটা আটকানোই সবথেকে
গুরুত্বপূর্ণ।

সাইবার অপরাধের শিকার
হওয়া ওই নারী মানসিকভাবে
বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন
একটা সময়ে, যেটা খুবই
স্বাভাবিক। আবার এধরনের
সাইবার অপরাধের শিকার
হওয়া মানুষের জন্য বিশেষজ্ঞ
মনোবিদও রয়েছে, যারা
একদিকে পরামর্শ দেন কীভাবে
সাইবার অপরাধে ঘটনা
পুলিসের কাছে জানাতে হবে,
তেমনিই তিনি অপরাধের
শিকার হওয়া ব্যক্তির মানসিক
চিকিৎসাও করেন। আইনজীবী
বিভাগ চ্যাটার্জি বলছিলেন,
এইধরনের মানসিক সহায়তাটা
খুবই দরকার সাইবার
অপরাধের শিকার হওয়া নারী
এবং শিশুদের ক্ষেত্রে।
তাহলেই অনেক ভিত্তিমই
এগিয়ে এসে অভিযোগ দায়ের
করবে, তাদের আর লুকিয়ে
থাকতে হবে না।

কর্মক্ষেত্রে কঠিন সময় পার করছে নারী : আইএলও

পর্যবেক্ষক

বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানের
ক্ষেত্রে নারীরা
প্রত্যাশার চেয়ে কঠিন সময়
পার করছেন। রাষ্ট্রসংঘ
বলেছে, গত দুই দশকে
কর্মক্ষেত্রে লৈঙ্গিক বৈষম্য ও
বেতন বৈষম্যে খুব সামান্য
অগ্রগতি হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক
শ্রম সংস্থা (আইএলও)
বলেছে, চাকরি নেই এবং
চাকরি খুঁজছেন এমন
ব্যক্তিদের শনাক্তে তারা নতুন
সূচকের উন্নয়ন করেছে।
আন্তর্জাতিক নারী
দিবসের দুই দিন আগে
আইএলও এক বিবৃতিতে
বলেছে, এই সূচকে
কর্মক্ষেত্রে নারীদের অনেক
দুর্বল অবস্থা তুলে ধরা
হয়েছে। নতুন পরিসংখ্যান

বলেছে, পুরুষদের তুলনায়
নারীদের চাকরি খোঁজা এখন
অনেক কঠিন।

আইএলওর নতুন

আইএলওর নতুন পরিসংখ্যান বলেছে, বিশ্বব্যাপী ১৫ শতাংশ নারী চাকরি
করতে আগ্রহী। তবে তাঁরা চাকরি পাচ্ছেন না। আর পুরুষদের ক্ষেত্রে এই
হার ১০.৫ শতাংশ। দুই দশক ধরে লৈঙ্গিক এই বৈষম্য একই রকম। তবে
সরকারি হিসাবে নারী ও পুরুষের বেকারত্বের হার প্রায় একই।

পরিসংখ্যান বলেছে, বিশ্বব্যাপী
১৫ শতাংশ নারী চাকরি
করতে আগ্রহী। তবে তাঁরা
চাকরি পাচ্ছেন না। আর
পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার
১০.৫ শতাংশ। দুই দশক
ধরে লৈঙ্গিক এই বৈষম্য
একই রকম। তবে সরকারি
হিসাবে নারী ও পুরুষের
বেকারত্বের হার প্রায় একই।

অবৈতনিক কাজগুলো
নারীদের ব্যক্তিগত ও
পারিবারিক দায়িত্বের ওপর
নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
এ ধরনের দায়িত্বের
কারণে নারীরা কর্মক্ষেত্রে
যাওয়া থেকে কেবল বঞ্চিত
হন না, বরং সক্রিয়ভাবে
চাকরি খোঁজা বা স্বল্প সময়ের
মধ্যে চাকরি করাও তাঁদের

সংস্থা বলেছে, নিম্ন আয়ের
দেশগুলোয় চাকরির ক্ষেত্রে
এই বৈষম্য বেশি। এসব
দেশে প্রায় এক-চতুর্থাংশ
নারী চাকরি খুঁজতে ব্যর্থ হন।
আর পুরুষদের ক্ষেত্রে এই
হার ১৭ শতাংশের নিচে।
আইএলও আরও বলেছে,
সুরক্ষিত নয় এমন চাকরির
ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিনিধিত্ব

বেশি দেখা গেছে। যেমন
স্বজনের ব্যবসায় সহায়তার
কাজে যুক্ত হন নারী। এই
ঝুঁকি, চাকরির নিম্ন হার,
নারীদের উপার্জনে প্রভাব
ফেলে। বিশ্বব্যাপী পুরুষের
আয়ের অর্ধেকের সামান্য
বেশি উপার্জন করেন নারী।
অর্থাৎ পুরুষের আয় ১ ডলার
হলে নারীর আয় ৫১ সেন্ট।
বেতনের এই বৈষম্য
অঞ্চলভেদে ভিন্ন। নিম্ন আয়ের
দেশগুলোয় নারীর আয়
অর্ধেকেরও কম। ৩৩ সেন্ট।
আর উচ্চ আয়ের দেশগুলোয়
৫৮ সেন্ট। আইএলও বলেছে,
চাকরিতে নারীদের নিম্ন হার
এবং আয়ের ক্ষেত্রে গড় নিম্ন
হার এই বেতনের বৈষম্যের
ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে।

যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে যেভাবে লড়াই করছেন জাপানের নারী রাজনীতিকেরা

ভাষ্যকার

জাপানে টোকিওর একটি
শহরের প্রথম নারী
মেয়র সাতোকো কিশিমোতো।
২০২২ সালের জুনে টোকিওর
সুগিনামি শহরের ইতিহাসে তিনি
প্রথম নারী মেয়র নির্বাচিত হন।
সাবেক পরিবেশকর্মী ও
ডেমোক্রেসি আইনজীবী ৪৮
বছর বয়সী সাতোকো মাত্র
২০০ ভোটে রক্ষণশীল
ক্ষমতাসীনকে পরাজিত করেন।
কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই স্বতন্ত্র
প্রার্থী হিসেবে এই জয় সবার
জনাই বিস্ময়ের ছিল।

সাতোকো টোকিওর প্রধান
২৩টি জেলার মাত্র ৩ জন নারী
মেয়রের একজন। নির্বাচিত
হওয়ার পর থেকেই তিনি দেশের
পুরুষশাসিত রাজনীতিকে



সাতোকো কিশিমোতো

চ্যালেঞ্জ করার অঙ্গীকার করেন।
সাতোকো কিশিমোতো বলেন,
রাজনীতিতে নারীদের এই
নিম্নপ্রতিনিধিত্বকে জাতীয় সংকট
হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। ৭৫
বছর ধরে নারীদের প্রতিনিধিত্ব
প্রায় একই অবস্থায় আছে। এটা
আশ্চর্যজনক।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম
অর্থনীতির দেশ জাপান। তবে
লিঙ্গব্যবধানের সূচকের ক্ষেত্রে
এর অবস্থান অনেক নিচে। গত
বছরের জুলাই মাসে বিশ্ব
অর্থনৈতিক কোরাস প্রকাশিত
প্রতিবেদনে দেখা গেছে, লিঙ্গ
ব্যবধানের সূচকে ১৪৬টি দেশের
মধ্যে জাপানের অবস্থান ১১৬।
জেভার ইস্যুতে জি-৭ ভুক্ত
দেশগুলোর মধ্যেও জাপানের
অবস্থান খুব একটা ভালো নয়।
দেশটিতে কোনো দিন নারী
প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না আর
এখনো নেই। বর্তমান মন্ত্রিসভায়
মাত্র দুজন নারী সদস্য আছেন।
দেশটির রাজনীতিতে যেসব নারী
আছেন, তাঁরা প্রতিনিয়ত যৌন
হয়রানি ও লিঙ্গবৈষম্যের শিকার
হচ্ছেন।

সাতোকো কিশিমোতোর
দাপ্তরিক কাজে যাতায়াতের
বাহিন হলো সাইকেল। তিনি
সাইকেল চালিয়ে সুগিনামি
সিটি হল ভবনে যাতায়াত
করেন। জাপানের
রাজনীতিকদের জন্য এ দৃশ্য
কিছুটা অস্বাভাবিক। কাজের
শুরুর দিকটা মোটেও মসৃণ
ছিল না তাঁর।

সাতোকো বলেন, একজন
তরুণী হিসেবে (এই কাজ)
স্বয়ংক্রিয়ভাবে কঠিন। আমি
আমলাতন্ত্রের মানুষ নই, আমি
রাজনীতিকও নই। তবে আমি
যখন কথা বলি, মানুষ শোনে।
কিন্তু মানুষকে এত সহজে বিশ্বাস
করানো কঠিন। তিনি মূলত
মানুষ বলতে তাঁর সঙ্গে কাজ
করা পুরুষ সহযোগীদের
বুঝিয়েছেন। তাঁর নিজের জেলায়
মেয়র ছাড়া জোট রাজনৈতিক
পদের অধিকাংশই পুরুষের হাতো
তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন,
বৈচিত্র্য, লিঙ্গসমতার মতো
কিয়োদোর সাম্প্রতিক এক

বিষয়গুলোকে বয়স্কদের রাজনীতি
ও তরুণদের ক্লাব রাজনীতির
মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এটা
তাঁর ও সহকর্মীদের জন্য হতাশার
বিষয়। তিনি আরও বলেন, আমি
রাজনীতি নিয়ে সত্যিই বিতর্ক
করতে চাই। কিন্তু সিটি কাউন্সিলে
সমালোচনা ও ব্যক্তিগত আক্রমণে
(অনেক) সময় নষ্ট হয়।
এ সমালোচনার বেশির ভাগই
সাতোকোর লিঙ্গভিত্তিক যোগ্যতা
নিয়ে। জাপানের প্রথাগত
সামাজিক নিয়ম এখনো নারীরা
সংসারের যত্নআত্তি ও গৃহস্থালির
কাজ করবে বলে প্রত্যাশা করে। এ
কারণে নারীদের রাজনীতিতে
কারিয়ার গঠন করা খুবই কঠিন
বলে মনে করেন সাতোকো।
রাজনীতিতে যেসব নারী সাহস
নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁরা
প্রায় সময় দুর্ব্যবহার ও হয়রানির
মুখোমুখি হন বলে তাঁকে
জানিয়েছেন।

তেমনি একজন টোকিওর
মাচিদা জেলার কাউন্সিল সদস্য
তামোমি হিগাশি। সম্প্রতি তিনি
দ্বিতীয় দফায় নির্বাচিত হয়েছেন।
তিনি বলেন, শারীরিক হয়রানির
কারণে আমি সবচেয়ে বেশি
বিস্মিত হয়েছি। নির্বাচনী
প্রচারণার শুরুর দিকে আপত্তিকর
স্পর্শের শিকার হয়েছিলাম। এতে
খুব আঘাত পেয়েছি।

তামোমি হিগাশি আরও
বলেন, বয়স্ক পুরুষদের দ্বারা
অপমান করা হচ্ছে। সেইসব
পুরুষরা আমার খুব কাছে এসে
বক্তব্য বাধাগ্রস্ত করছে। মধ্যরাতে
পানীয় খেতে যেতে বলা হচ্ছে।
তখন আমি সত্যিই পুরুষশাসিত
সমাজ অনুভব করেছি। মূলত
এটা ছিল আমার জন্য জেগে
ওঠার আহ্বান।

স্থানীয় নারী রাজনীতিক,
আইনজীবী ও গবেষকেরা
রাজনীতিতে থাকা নারীদের জন্য
হয়রানি পরামর্শকেন্দ্র নামে একটি
ওয়েবসাইট চালু করেছেন। এ দলে
তামোমি হিগাশি যোগ দিয়েছেন।
তাঁদের প্রত্যাশা, তাঁদের গোপন
অনলাইন সেশনগুলো নারীদের
রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে
নিরাপত্তা দেবে।

রাজনীতি গবেষক ও এই
ওয়েবসাইটের একজন প্রতিষ্ঠাতা
মারি হামাদা বলেন, যদিও অনেক
জরিপে নারী রাজনীতিকদের
হয়রানির ব্যাপক তথ্য পাওয়া যায়।
তবে এর সঠিক সংখ্যা পাওয়া খুব
কঠিন। কারণ, অধিকাংশ নারীই
এসব বিষয়ে নিয়ে কথা বলতে চান
না। জাপানে রাজনীতিকদের
বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা
করা হয়। এ কারণে তাঁদের
হয়রানি সহ্য করতে বলা হয়।

এই ওয়েবসাইটের আরেকজন
প্রতিষ্ঠাতা হলেন মানা তামুরা। গত
বছর তিনি স্থানীয় নির্বাচনে
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।
নির্বাচনী প্রচারণার সময় তাঁকে
তাঁর তিন বছর বয়সী ছেলেকে
সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি
দেওয়া হয়নি।

মানা তামুরা বলেন, আমি
আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলতে
পারি, তার হাত ধরতে পারিনি।
আমাকে বলা হয়েছিল, এটা
নিয়মের পরিপন্থী। আমি যখন
নির্বাচনী প্রচারে পথে পথে
হাঁটছি, তখন অনেকেই
বলেছেন, তুমি কি সন্তান জন্ম
দাওনি? এসব শুনে দল থেকে
আমাকে হটগোল না করার জন্য
বলা হয়েছিল। তখন আমার মনে
হয়েছিল, এটা আমারই দোষ।
জাপানের সংবাদ সংস্থা
কিয়োদোর সাম্প্রতিক এক

সমীক্ষায় দেখা গেছে, নারী
রাজনীতিক ও নেতাদের
লিঙ্গবৈষম্য ও যৌন হয়রানির
শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেশি।

নারীদের রাজনীতিতে
আসতে উৎসাহিত না করায়
দেশটির সরকার প্রায় সময়
সমালোচিত হয়েছে। কেউ
কেউ যুক্তি দিয়েছেন যে
পুরুষশাসিত মন্ত্রিসভা ও
ক্ষমতাসীন লিবারেল
ডেমোক্র্যাটিক পার্টি
(এলডিপি) মূলত এই
সমস্যার জন্য দায়ী।

জাপানে ১৯৫৫ সাল
থেকে এলডিপি প্রায়
নিরবচ্ছিন্নভাবেই দেশটির
ক্ষমতায় আছে। ২০২১ সালে
দলটি পাঁচজন নারী
আইনপ্রণেতাকে বোর্ড মিটিংয়ে
যোগদানের অনুমতি দেওয়ার
প্রস্তাব করে। তবে শর্ত ছিল,
বোর্ড মিটিংয়ে নারী সদস্যরা
কোনো কথা বলতে পারবেন
না।

টোকিও অলিম্পিকের
সাবেক প্রধান ইয়োশিরো
মোরি চলতি সহস্রাব্দের
শুরুর দিকে অল্প দিনের জন্য
দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে
দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
নারী সদস্যদের নিয়ে তাঁর
যৌনতাকেত্রিক মন্তব্য করার
পরেই বোর্ড মিটিংয়ে নারী
আইনপ্রণেতাদের যোগদানের
বিষয়ে এলডিপি ওই প্রস্তাব
করেছিল।

ইয়োশিরো মোরি সে সময়
বলেছিলেন, নারীরা খুব বেশি
কথা বলেন। বোর্ডের নারী
পরিচালকদের সঙ্গে বৈঠক
করলে অনেক সময় লাগে।



তামোমি হিগাশি

পরে তিনি এই বক্তব্যের জন্য
ক্ষমা চেয়েছেন।

মেয়র সাতোকো
কিশিমোতো বলেন, জাপানে
লিঙ্গবৈষম্যের ক্ষেত্রে বর্তমান
অবস্থার জন্য এলডিপি দায়ী।
বিষয়টিকে তারা অগ্রাধিকার
দেয়নি, রাজনৈতিক সদিচ্ছাও
নেই। এটা খুবই বিব্রতকর।
তবে তিনি এ কারণে শুধু
ক্ষমতাসীন দলকেই দোষারোপ
করেননি, বরং ভোটারদেরও
দোষারোপ করেছেন। কারণ,
ভোটাররাই এত দিন ধরে এই
দলকে ক্ষমতায় রেখেছেন।
সাতোকো বলেন, এত
জটিলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি
এখনো আশাবাদী যে জাপানে
একদিন নারী নেতাও
আসবেন। তবে এটা অদূর
ভবিষ্যতে হবে কি না, তা
তিনি জানেন না। তিনি
বলেন, আমি আশাবাদী।
আমরা আর খারাপ পরিস্থিতির
দিকে যাব না। এ থেকে
উত্তরণের একমাত্র উপায়
হলো সামনে এগিয়ে যাওয়া।

কালান্তর

সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৬৫ সংখ্যা □ ১০ টৈত্র ১৪২৯ □ শনিবার

রাষ্ট্র ও সরকার

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কি সম্পর্ক তা বোঝার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ হওয়া আবশ্যক নয়। যে কোনও শিক্ষিত ও সচেতন মানুষের কাছেই বিষয়টি স্পষ্ট। রাষ্ট্র তথা দেশের সামগ্রিক কার্য পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির সরকার গঠন করে থাকেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর সরকারের পরিবর্তন ঘটে। জনা দেশের ভিত্তিতে নতুন মুখ সরকারে আসে। দেশ কিন্তু অপরিবর্তিত থাকে। দূর পাল্লার ট্রেনের তুলনা টেনে বলা যায়, নির্দিষ্ট দূরত্বের পর চালক বদলায়, ট্রেন একই থাকে। শোনা যায় ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই নিজেকেই রাষ্ট্র বলে দাবি করতেন। তবে কোনও চালককে কখনও দাবি করতে শোনা যায়নি যে, তিনিই বাহন। তেমন দাবিদারের মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। পুনরায় চালকের আসনে না বসিয়ে তাকে কোনও মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া নিরাপদ বলে গণ্য হবে।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন বিজেপি নেতৃবৃন্দ চতুর্দশ লুই-এর অনুকরণে জনমানসে এমন একটা বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছেন, যেন দেশ আর সরকার অভিন্ন। তাদের সরকারের নীতি কিন্ম সরকারের শীর্ষ ব্যক্তির বিরোধিতা মানেই দেশের বিরোধিতা। সেই অজুহাতে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ কিন্মা বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও সাংবাদিককে জেলে পুরতে তাঁরা পিছপা নন। দেশের স্বাধীনতার জন্য একবিপ্লু রক্ত যারা ঝরায়নি, দেশরক্ষক বা মহান দেশপ্রেমিক হিসাবে নিজেদের তারা তুলে ধরে কীভাবে? বস্তুত, সরকাররূপী রাষ্ট্রযন্ত্রের চালকের সঙ্গে কোনও যান চালকের মৌল তফাত সামান্যই। চালক যেমন খুশি গাড়ি চালাতে পারেন না, তাকে পথের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। সরকারকে তেমনি মানতে হয় সংবিধানের নির্দেশ। ভুল করলে সমালোচনা প্রাপ্য। তা সরকার পরিচালনকারীর সমালোচনা, দেশের সমালোচনা নয়। স্বেচ্ছাচারি চালকের হাতে নিজেদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন মনে করলে যাত্রীরা তাকেই ভৎসনা করে, বাহনকে নয়। অপ্রকৃতিস্থ চালক যদি কাঁদুনি গায়- ওই যাত্রীরাই আসলে টুকরে টুকরে গ্যাং কেউ সে কথায় কর্ণপাত করবে না।

মহামান্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অতি পছন্দের ব্যক্তি, আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ধনকুবের ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার জন্য নিজেকে অপরিহার্য মনে করেছিলেন। কিন্তু, তাঁর দেশের মানুষ তাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। নির্বাচনে জো বাইডেনের কাছে হেরে তিনি বিদায় নিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে জনমতের চাপে সরে যেতে হয়েছে। প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারার দায় নিয়ে অতি অল্পকালের মধ্যে সরে যেতে হয়েছে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাসকে। এসবই সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। এ সময়ে ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ফ্রান্স উত্তাল হয়ে উঠেছে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে। কোনও শাসকই কিন্তু দাবি করেননি- - তাঁর সরকারের বিরোধিতা মানেই দেশের বিরোধিতা। অথচ দিল্লিতে যেই পোস্টার পড়লে ‘মোদি হঠাৎ দেশ বাঁচাও’ অমনি মোদি সরকার একে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র বলে দাগিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। এই সামান্য ঘটনায় প্রায় একশো এফআইআর করা হলো, ধৃত হলেন কয়েকজন। এ ঘটনাকে বলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর অবমাননা। যেন প্রধানমন্ত্রীর কাজ সমালোচনার উর্ধ্বে। গণতন্ত্রে এই মানসিকতা অচল। সরকারের সমালোচনা দেশের স্বার্থেই প্রয়োজন। দেশের জন্য সরকার, সরকারের জন্য দেশ নয়।

সংবাদ মাধ্যম নীরব! দিদির মুখেও কথা নেই!

গরিব মানুষের পকেটে ডাকাতি করে মোদি সরকার তুলছে ১৫০০০ কোটি

প্রসূন আচার্য

যে গরিব মানুষ বাজার থেকে চাল গম কিনতে অক্ষম, সরকার তাঁদের মুখে অন্ন জোগাতে বিনা পয়সায় মাসে ৫ কেজি চাল গম দেয়। একথা বার বার প্রচার করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সঙ্গে বিজেপির নেতা মন্ত্রীরা। এটাই নাকি বিজেপির বার বার ভোটে জেতার অন্যতম ইউ এস পি। এবার সেই টাকাও ওই গরিবের পকেটে ডাকাতি করেই তুলে নিচ্ছে মোদি সরকার! কারণ, ব্যাংকের টাকা তো জমা আছে আদানিদের পকেটে!

যাঁরা লোকের বাড়ি কাজ করেন, যিনি সাফাই কর্মী, যিনি রাত জাগা সিকিউরিটি গার্ড, যিনি ১০০ দিনের কাজের উপর নির্ভরশীল গ্রামের ভূমিহীন খেত মজুর, যিনি রিকশা চালান, ভান টানেন, যিনি বিড়ি বাঁধেন, যিনি বাজারে সজ্জি বিক্রি করেন, যে মা বাড়ি বাড়ি বাসন মাজেন, যে পিতা মেয়েকে পড়ার খরচ দিতে পারে না, বিয়ের কথা ভাবলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। তার উপরে হার্টের অসুখ। কোনও মতে সুদের টাকায় সংসার চলে। যে মা জনমজুর খাটে বা ইট ভাটায় কাজ করেন। যে বোন হাসপাতালে ঠিকে আয়ার কাজ করেন। আর দিন রাত অসুস্থ মানুষের মল-মূত্র সাফ করেন। যে বোন রুটি তৈরি করে বাড়ি বাড়ি সাপ্লাই করে ভাইকে কলেজে পড়ান। যে মৎসজীবী প্রবল ঠাণ্ডায় মাছ ধরে বা পচা জলেতে নেমে পুকুরের কচুরি পানা পরিস্কার করেন। যে চাষি রোজ হাঁটু অঙ্গি কাদা মেখে চাষ করেন। কিন্তু তারপরেও ফসলের দাম উঠছে না দেখে, ঋণ শোধের ভয়ে রোজ রাতে আত্মহত্যার কথা ভাবেন। এঁদের সবাইকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে পাগল করে দিয়েছে মোদি সরকার! এঁদের জন্যই কিন্তু খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পে (যার বর্তমান নাম প্রধানমন্ত্রী খাদ্য যোজনা) মাসে ৫ কেজি চাল

গম দেওয়া হয়।

উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারত, পূব থেকে পশ্চিম, বেনারস থেকে ব্যাঙ্গালুরু সর্বত্র গরিব মানুষ ছুটছেন সাইবার ক্যাফে। বা চলতি কথায় কম্পিউটার সেন্টারে। আজ ২০২৩ সালের মার্চ মাসের ২২ তারিখ হয়ে

উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারত, পূব থেকে পশ্চিম, বেনারস থেকে ব্যাঙ্গালুরু সর্বত্র গরিব মানুষ ছুটছেন সাইবার ক্যাফে। বা চলতি কথায় কম্পিউটার সেন্টারে। আজ ২০২৩ সালের মার্চ মাসের ২২ তারিখ হয়ে গেল। হাতে বাকি মাত্র ৯ দিন। এঁদের সবার মনে একটাই ভয় ঢুকে গিয়েছে। আধার আর প্যান কার্ড যুক্ত না হলে ব্যাংকের খাতা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে যে কোনও সামাজিক স্কিম, যাতে এই বিপুল সংখ্যক গরিব মানুষ কিছু টাকা সরকারি ভাবে সাহায্য পায়, বন্ধ হয়ে যাবে তাও। এই আশঙ্কা হঠাৎ করে সকলকে তাড়া করছে। বা ব্যাংকে যেটুকু টাকা আছে সেটাও তুলতে পারবে না। ভয়টা কিন্তু অমূলক নয়। ফলে যে মানুষ কোনো দিন ইনকাম ট্যাক্স দেয়নি, জানে না রিটার্ন কাকে বলে, আগামী দুই তিন প্রজন্ম আপাতত আই টি রিটার্ন-এর কথা ভাবতেও পারে না, যার মাসে কার্যত কোনও রোজগার নেই, বা থাকলেও ৫৬ হাজার টাকা মাত্র, যা দিয়ে পেট চলে না, তাকেও ১০০০ টাকা খরচ করে প্যান কার্ড-এর সঙ্গে আধার যুক্ত করতে হচ্ছে।

গেল। হাতে বাকি মাত্র ৯ দিন। এঁদের সবার মনে একটাই ভয় ঢুকে গিয়েছে। আধার আর প্যান কার্ড যুক্ত না হলে ব্যাংকের খাতা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে যে কোনও সামাজিক স্কিম, যাতে এই বিপুল সংখ্যক গরিব মানুষ কিছু টাকা সরকারি ভাবে সাহায্য পায়, বন্ধ হয়ে যাবে তাও। এই আশঙ্কা হঠাৎ করে সকলকে তাড়া করছে। বা ব্যাংকে যেটুকু টাকা আছে সেটাও তুলতে পারবে না। ভয়টা কিন্তু অমূলক নয়।

ফলে যে মানুষ কোনো দিন ইনকাম ট্যাক্স দেয়নি, জানে না রিটার্ন কাকে বলে, আগামী দুই তিন প্রজন্ম আপাতত আই টি রিটার্ন-এর কথা ভাবতেও পারে না, যার মাসে কার্যত

কোনও রোজগার নেই, বা থাকলেও ৫৬ হাজার টাকা মাত্র, যা দিয়ে পেট চলে না, তাকেও ১০০০ টাকা খরচ করে প্যান কার্ড-এর সঙ্গে আধার যুক্ত করতে হচ্ছে। চার জনের পরিবারের মা, মেয়ের নামে হয়ত কোনও সামাজিক

স্কিম আছে, যেমন লক্ষ্মীর ভাগুর বা বিধবা ভাতা। বাবা ছেলের ১০০ দিনের কাজের জব কার্ড। ফলে মাস শেষে সেই পরিবারকে গুণে দিতে হচ্ছে ৪০০০ টাকা। সঙ্গে সেন্টারের কাজের জন্য অতিরিক্ত ৪০০ টাকা। ভয়ঙ্কর ঘটনা। কিন্তু দেশ জুড়ে কোনও প্রতিবাদ নেই। কারণ এই মানুষদের কথা সংবাদ মাধ্যম তুলে ধরে না। টিভি চ্যানেল আর খবরের কাগজ ব্যস্ত কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি, দুর্নীতিগ্রস্থদের সুন্দরী বান্ধবী বা ধর্ম ব্যবসায়ীদের খবর দেখতে। বা কোনো সিনেমা আর্টিস্ট-এর বউ ডিভোর্স করে কত কোটি টাকা পাচ্ছে তাই নিয়ে। আর দিদি? মোদির এই

ডাকাতির বিরুদ্ধে কোনো কথা? নেই। না তাঁকে কোনও প্রতিবাদ করতে সংবাদমাধ্যমে দেখিনি। তিনি গিয়েছেন ওড়িশায়। রথ দেখা ও কলা বোচার উদ্দেশ্যে। একই সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন। সঙ্গে নবীন পটুনাযককে কাছে টেনে যদি লোকসভা ভোটের আগে দল ভারী করা যায়! দুর্নীতিতে জেরবার দিদি এখন নাকি অবস্থানে বসবেন কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে। হতমান ক্যাডারদের অস্বিজেন জোগানো আর মানুষের নজর ঘোরাতে এ ছাড়া আর কিই বা করবেন! কারণ ইডি, সিরিআই-এর অত্যাচার থেকে তৃণমূলের নেতাদের বাঁচাতে বিজেপিকে খুশি করে চলাই একমাত্র পথ। আর তা করতে কংগ্রেসকে সমালোচনা করো। বলো ওদের দিয়ে কিছু হবে না। আর কংগ্রেসের সহযোগীদের ভাঙো। দিদির এই নিয়ে ভাবার সময় কোথায়? প্রশ্ন করলে তিনি পাল্টা যুক্তি দেবেন, আমি তো লক্ষ্মীর ভাগুরে টাকা দিচ্ছি। কন্যাশ্রী দিচ্ছি। আর কী করতে পারি?

এই ১০০০ টাকা সরাসরি নিচ্ছে আয়কর দফতর। এক শীর্ষ আয়কর আধিকারিকের হিসেব দেশে অন্তত ১৫ কোটি মানুষ যাঁদের ব্যাংকে একাউন্ট আছে, তাঁরা এখন ১০০০ টাকা দিয়ে আধার আর প্যান কার্ড যুক্ত করছেন বা এই মাসের মধ্যে করবেন। অর্থাৎ আদানি নিয়ে মোদি নীরব থাকলেও গরিব মানুষের পকেট কেটে চলতি অর্থ বর্ষের শেষে সরকারের ঘরে ঢুকছে অন্তত ১৫০০০ কোটি টাকা। আর সেই টাকাতেই তিনি তাঁদের বিনা মূল্যে ৫ কেজি চাল গম দেবেন! ভাবুন ব্যাপারটা। ২০২৪ এর ভোটের আগে মোদির নতুন ম্যাজিক নিয়ে ভাবুন! (প্রতিবেদকের ফেসবুক পোস্ট থেকে সংগৃহীত ও ঙ্গৎ সম্পাদিত)

হিং টিং ছট

কোনটি মুখ আর কোনটি মুখোস

কমল মুৎসুদ্বি

এই বাংলায় বাঙালি হইয়া বেশ রসে বসে আছি মশাই। কি হপ্তা বরাত পাইয়া থাকি, তাই কলম চালাইতে থাকি, বলা ভালো কোদালের মতো করিয়া কোপাই। কলজের জোর কম তাই কলম। তবে মাটি নয়কো বরং তাহার চাইতেও খাঁটি বাক্যবাগীশদের ধারাবাহিক কর্মসূচি হইতে সংগৃহীত বাক্যবান, যা শ্রবণ সুখেই প্রাণ করিয়া থাকে আনচান, সুযোগ-সুবিধা পাইলে ঘোর অন্ধকারেও মুঠোফোনের আলোটি জ্বালিয়া খুঁজিতে থাকি, কি বলিলেন আজ সততা? মনেতে লইয়া লুকানো ব্যাথা, দীর্ঘ সময় ধরিয়া বক্তৃতা আসলে মাননীয়, মাননীয়া বলিয়া কথা, যখন বলেন তাহার বিধেয় না থাকিলেও, উদ্দেশ্য ভরপুর। ছিঁচকেমি করিয়া চাকরি পাওয়ার প্রতি যতটা সদয় ততটাই নির্দয় যোগ্য বঞ্চিতদের প্রতি। ইহাতে অবশ্য নাই বিশেষ ক্ষতি। না হইলে বিরোধিতায় ভরপুর সেই সকাল সন্ধ্যা রাতদুপুর আজ গিয়াছে হারাইয়া, সব বাধা পা। হইয়া তাহারা যে আজ ক্ষমতায়। বিশ্বকাপের কথা শুনিয়া অনেকেই কৌতুকে হাসিয়াছেন, অল্প সংখ্যক আবেগে ভাসিয়াছেন আসলে ‘কৌতুকাবেগ’ কোনোটাই নহে, বিষয়টা পুরোপুরি মস্তিষ্ক প্রসূত নাট্যময়।

অতি ক্ষুদ্র গান্ধব গোত্রের বাস্ধব আমি, তায় ক্ষয়িষ্ণু ভাবণায় ভরা মগজ। কি আর বলিতে পারি কি বা লিখিতে পারি! অনু তো দুরন্ত, পরমাণু আকারের আঁকড় যদি কাটিতে পারিতাম তাহা হইলে নিশ্চিত মাননীয় বা মাননীয়া আমার জন্য একখান

অতি ক্ষুদ্র গান্ধব গোত্রের বাস্ধব আমি, তায় ক্ষয়িষ্ণু ভাবণায় ভরা মগজ। কি আর বলিতে পারি কি বা লিখিতে পারি! অনু তো দুরন্ত, পরমাণু আকারের আঁকড় যদি কাটিতে পারিতাম তাহা হইলে নিশ্চিত মাননীয় বা মাননীয়া আমার জন্য একখান নো বেল না হোক কয়েদবেলের ব্যাবস্থা করিয়া ফেলিতেন। যেমন ভাবে তাহার রাজনৈতিক অভিসন্ধি পূরণের লক্ষ্যে পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার মিস্ট্রমর সাথে সাথেই দক্ষ হাতে মোহ জড়ানো বাগানে বিশ্বকাপের বীজ বপন করিলেন। তাহা দুষ্কর বেলায় ভূতের ঢিলের মতো বাণী আর মুখমণ্ডলের ছবি সহ সুনামির ন্যায় আছড়াইয়া পড়িল প্রচার মাধ্যম জুড়িয়া। তাহাতে পুনরায় প্রমাণিত সত্য জার্মান পল জোসেফ গোয়েবলস মরিয়াও বাঁচিয়া আছে আজও ভারতেরই অভ্যন্তরে।

নো বেল না হোক কয়েদবেলের ব্যাবস্থা করিয়া ফেলিতেন। যেমন ভাবে তাহার রাজনৈতিক অভিসন্ধি পূরণের লক্ষ্যে পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার মিস্ট্রমর সাথে সাথেই দক্ষ হাতে মোহ জড়ানো বাগানে বিশ্বকাপের বীজ বপন করিলেন। তাহা দুষ্কর বেলায় ভূতের ঢিলের মতো বাণী আর মুখমণ্ডলের ছবি সহ সুনামির ন্যায় আছড়াইয়া পড়িল প্রচার মাধ্যম জুড়িয়া। তাহাতে পুনরায় প্রমাণিত সত্য জার্মান পল জোসেফ গোয়েবলস মরিয়াও বাঁচিয়া আছে আজও ভারতেরই অভ্যন্তরে।

চিরকুটের খোঁজে অবশেষে গুল্লাবাজ ঘনাদার ডাক পড়িল, সমবেত স্বরে ধ্বনি উঠিল

হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার আসিতেছে নাট্যকার, সংহার করিবেন নিশ্চিত দুর্মদ বাস্ধবেরে হে মোর দুর্ভাগা নাট্যকার বাস্ধব লিখিত চিরকুট কি মিলিবে?

আপাতত আপনি চিরকুটের খোঁজে থাকুন। আপনার পরিচালনায় রুদ্ধ সংগীত দেখিয়াছিলাম তাই এক্ষণে ‘চরকুটীয় কুটকুটানি’ দেখিবার প্রত্যাশা থাকিল। এদিকে শুনিলাম আসানসোল সংশোধনাগারের কর্তা মাননীয় কৃপাময়ের ডাক আসিয়াছে সুদূর দিল্লি হইতে। আপাতত জানা নাই তাহাকে ডাকিবার কি প্রয়োজন? আন্দাজ করি মোগলাই খানা খাওয়াতে নিশ্চিত নহে।

সাধারণ মানুষের নিবেদিত প্রাণ সাজিয়া বিবিধ ভঙ্গিতে, ভাষায় কত আপনার জন প্রমাণ করিবার হেতু নাওয়া খাওয়া ছাড়িয়া অনশনে বসিয়াছিলেন যিনি, তিনি আবার দিন দুই ধন্য বসিবেন শুনিতেছি। মধ্যখানে তৎকালীন কলিকাতার নগরপালের প্রয়োজনেও বসিয়াছিলেন কয়েকটি ঘটনা। আপাতত বঞ্চিত বঙ্গের (একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনার বরাদ্দ) অধিকার আদায়ে। তাহা হইলে বাবুমশাইরা কোনটি মুখ আর কোনটি মুখোস বলিতে পারেন? রঙ বদলায় গিরগিটি তার খাদ্যর জন্য অথবা খাদকের হাত হইতে বাঁচিতে। কিন্তু এই স্বঘোষিত মান হুঁশ’রা কবে নিজের হুঁশে ফিরিবে রঙ বদল ছাড়িয়া? ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে দীর্ঘদিন ধরিয়া অবস্থানরত যোগ্যদের নৈতিক চাহিদায় তাহার মন কাঁদিল না অথচ অভিযোগপুট (একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনার বরাদ্দ) অর্থের চাহিদায় তাহাকে অবস্থানে বসিতে হইবেই! নিদ্দকেবা যতোই বলিতে থাকুন ঐ অর্থ লুটিয়া পুটিয়া বঙ্গের বুকে সার্বজনীন স্বজনের দল অর্থহীনতম ঘটাইয়াছেন, তিনি তবুও দমিবেন না। অগণিত ধনপতি পাল পরিবৃত্ত তিনি, তাহাদিগের তো খাইয়া পড়িয়া বাঁচিতে হইবে। আপাতত জগন্নাথ অতঃপর হয়তো বা বিশ্বনাথ। খাজা, পাঁড়া দেখুন্নি, পছন্দতি, মিলুন্নি চলিবে। ইহাতে আশ্চর্য নহি তবে সর্বকর্ম শেষে লক্ষ্য কি তিহারের লাড্ডু? প্রবাদে মন্দ এবং আনন্দ উভয়ই।

সবাইকে জেলে ঢোকাচ্ছেন, এত ভয় কীসের?মোদিকে কড়া আক্রমণ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বৃহস্পতিবার তীব্র কটাক্ষ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পাটির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির রাজপথের দেওয়াল এবং বিদ্যুতের খুঁটিতে বেশ কিছু পোস্টার পাওয়া গিয়েছে। সেই সব পোস্টারে মোদিকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। তাতে লেখা আছে, মোদি হটাও, দেশ বাঁচাও। আর তারপরই দিল্লি পুলিশ চার জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ৪৪টি এফআইআর দায়ের হয়েছে। সেই ঘটনাতেই নরেন্দ্র মোদিকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন আম আদমি পাটির সুপ্রিমো।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর যন্তর মন্তরে এক জনসভায় কেজরিওয়াল প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এত ভয় কীসের? আমি দেখেছি যে আমার বিরুদ্ধেও পোস্টার দেওয়া হয়েছে। আমার তা নিয়ে কোনও সমস্যাও নেই। এনিয়ে কোনও



সভায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

এফআইআর বা গ্রেফতারিও হয়নি। কিছু ব্যক্তি দেশকে স্বৈরতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের একজোট হয়ে দেশের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হবে। দেশের সংবিধানকে বাঁচাতে হবে। দেশকে বাঁচাতে হবে। কেজরিওয়ালের এই কথা বলার কারণ, শুধু মোদির বিরুদ্ধেই নয়। দিল্লি জুড়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধেও বহু পোস্টার পড়েছে। তাই নিয়ে টুইটও করেছেন আম আদমি পাটির সুপ্রিমো। তিনি টুইট করেছেন যে, যাঁরা পোস্টার

লাগাচ্ছেন, তাঁদের গ্রেফতার করা উচিত নয়। এই লোকেরা দিল্লিতে আমার বিরুদ্ধে পোস্টার লাগিয়েছে। এতে আমার কোনও আপত্তি নেই। গণতন্ত্রে, জনগণের তাদের নেতার পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। মোদির মত কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধেও পোস্টারে লেখা রয়েছে, কেজরিওয়াল হটাও, দেশ বাঁচাও। মোদির বিরুদ্ধে পোস্টার সাঁটানোর অভিযোগে দিল্লি পুলিশ যে চার জনকে গ্রেফতার করেছে,

তার মধ্যে দু'জন দুটি প্রিন্টিং প্রেসের মালিক। প্রাথমিকভাবে পুলিশ সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। তারা ওই পোস্টার লাগিয়েছে, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন দিল্লি পুলিশের আধিকারিকরা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের থেকে নির্দেশ পেয়েই তাঁরা গোটা ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেছেন। ওই চার জনকে গ্রেফতার করেছেন। ঘটনার সঙ্গে দেশবিরোধী চক্রের যোগসাজশ থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রেগুকা চৌধুরীর

হায়দরাবাদ, ২৪ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেন তেলেঙ্গানার কংগ্রেস সাংসদ রেগুকা চৌধুরী। পাশাপাশি তিনি আদালতের দ্রুত হস্তক্ষেপেরও দাবি করেছেন। রেগুকা চৌধুরী নিজের টুইটার হ্যান্ডলে নরেন্দ্র মোদির একটি ভিডিও দিয়ে লিখেছেন, এইভাবে আমাকে সংসদে সূর্ণনখার সাথে তুলনা করা হয়েছিল। আমি তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবো। দেখা যাক আদালত কত দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যদিও অনেকে সাংসদের উদ্দেশ্যে বলেন প্রধানমন্ত্রী কোথাও সূর্ণনখার নাম উল্লেখ করেননি। ভিডিওটি তে সম্ভবত স্পিকারের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলছেন, রেগুকাীকে কিছু বলবেন না। রামায়ণ সিরিয়ালের পরে এই ধরণের হাসি শোনার সুযোগ এখন পেলাম।ঘটনার সূত্রপাত পাঁচ



রেগুকা চৌধুরী। ফাইল চিত্র।

বছর আগে অর্থাৎ ২০১৮ সালে। রাজ্যসভায় নরেন্দ্র মোদি মন্তব্য করেছিলেন আধার কার্ডের পরিকল্পনাটি করা হয়েছিল বাজপেয়ী আমলে। মনমোহন সিং–র আমলে নয়। এরপরেই অটুহাসি হাসতে শুরু করেন রেগুকা চৌধুরী। তার পরেই কংগ্রেস সাংসদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেন নরেন্দ্র মোদি।

জেল থেকে ছুটি হয়েছিল কোভিডের জন্য, আবার ফিরতে হবে কারাগারে : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : কোভিড আবহে মুক্তি পাওয়া সমস্ত সাজাপ্রাপ্ত জেলবন্দিদের দ্রুত জেলে ফেরার নির্দেশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, কোভিড মহামারী চলাকালীন বহু জেলবন্দিকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। যাতে কোনওভাবে জেলে করোনা না ছড়িয়ে পড়ে, তাই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

এবার তাঁদের সবাইকে ১৫ দিনের মধ্যে জেলে গিয়ে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে। বিচারপতি এমআর শাহ এবং সিটি রবিকুমারের বেষ্ট রায় দেওয়ার সময় জানায়, বিচারাধীন যে সকল বন্দিরা করোনা মহামারির সময় জরুরি ভিত্তিতে জামিন পেয়েছিল, তাঁদের খুব শীঘ্রই আত্মসমর্পণ করতে হবে। এর পরে তাঁরা আদালতে গিয়ে জামিনের আবেদন করতে পারেন। এবং সে ক্ষেত্রে বিচারক তাঁর বা তাঁদের অপরাধ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে পারেন। ছোটখাটো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত এমন বেশ কিছু দোষী সাব্যস্ত এবং বিচারাধীন বন্দিকে করোনা আবহে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। জেলের ভিতর ভিড় কমানোর জন্যই কোভিড সময়কালে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। শীর্ষ আদালতের নির্দেশনা অনুসারে গঠিত উচ্চ–ক্ষমতাসম্পন্ন এক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যে এই পদক্ষেপ করা হয়েছিল।

ইভিএম প্রশ্নে ব্যাখ্যা দাবি কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : ইভিএমে কারচুপি সম্ভব বলে বিরোধীদের অভিযোগ দীর্ঘ দিনের। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের লিখিত ব্যাখ্যার দাবি তুলেছেন তাঁরা। লোকসভা ভোটের আগে ইভিএম প্রশ্নে সংশয় দূর করতে আজ নিজের বাসভবনে বিরোধীদের বৈঠক ডেকেছিলেন এনসিপি নেতা শরদ পওয়ার। বৈঠকের শেষে প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা কপিল

সিবল বলেন, পৃথিবীতে এমন কোনও যন্ত্র নেই, যাতে কারচুপি করা সম্ভব নয়। তাই ইভিএম সংক্রান্ত সংশয়গুলির লিখিত জবাব নির্বাচন কমিশনের কাছে চাইব। কমিশনের অবশ্য দাবি,

প্রায় এক দশক আগে সুপ্রিম কোর্টে তারা জানিয়ে দিয়েছিল, ইভিএমে বাইরে থেকে কোনও প্রযুক্তি ব্যবহার করে (ইন্টারনেট, ব্লটথ) কারচুপি অসম্ভব। তার পরেও কেন সংশয়, সেই প্রশ্নে বৈঠকে উপস্থিত সিপিএম নেতা নীলোপল বসু বলেন, প্রথমে বলা হয়েছিল ইভিএম কী ভাবে কাজ করবে, তা এক বারই ঠিক করা (প্রোগ্রামিং) যাবে। কিন্তু পরে কমিশন জানায়, সেটি একাধিক বার করা সম্ভব। ফলে প্রশ্ন উঠেছে।

ইভিএমের গণনা মেলাতে সম্প্রতি তার সঙ্গে কাগজের স্ম্প্রতি তার সঙ্গে কাগজের স্মিপ–বেরোনো ভিডিপ্যাট ব্যবহার শুরু হয়েছে। কিন্তু তা নিয়েও প্রশ্ন

বাবা মারা গেছেন ছত্ৰীসগড়ে চাইল্ড কনস্টেবল পদে নিয়োগ করা হল ৫ বছরের ছেলেকে

রায়পুর, ২৪ মার্চ : পুলিশে চাকরি করতেন বাবা। কর্তব্যরত অবস্থায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। মর্মান্তিক সেই ঘটনার পরেই মৃত পুলিশকর্মীর পাঁচ বছরের পুত্রসন্তানকে চাইল্ড কনস্টেবল পদে নিয়োগ করা হল। ঘটনাটি ঘটেছে ছত্ৰীসগড়ে। মৃত পুলিশকর্মীর নাম রাজকুমার রাজওয়াদে। তিনি ছত্ৰীসগারে একটি মহিলা থানায় কর্মরত


 ছত্ৰীশগড়ের চাইল্ড কনস্টেবল পাঁচ বছরের ছেলে নমন রাজওয়াদেকে নিয়ে মৃত মায়ের ছবি। ফটো : এএনআই

ছিলেন। দিন কয়েক আগেই একটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তাঁর। সেই ঘটনার পরেই মানবিকতার খাতিরে এবং সহমর্মিতা বশত রাজকুমারের পাঁচ বছরের ছেলে নমন রাজওয়াদেকে একজন শিশু কনস্টেবল পদে নিয়োগ করেছেন প্রশাসন। নমন প্রাক–প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়া। সরগুজা এলাকায় শিশু কনস্টেবল পদে নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে। পুলিশ সুপার ভাবনা গুপ্তা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, পুলিশ হেডকোয়ার্টার এবং প্রশাসনের সমস্ত নিম্নম মেনেই শিশু মারা গেছেন। এখন আমার কনস্টেবল পদে নিয়োগ করা

হয়েছে নমনকে। পুলিশ হেডকোয়ার্টারের নিয়মাবলী অনুযায়ী, কর্তব্যরত অবস্থায় কোনও পুলিশকর্মীর মৃত্যু হলে, তাঁর পরিবারের ১৮ বছরের কম বয়সি কোনও সদস্যকে চাইল্ড কনস্টেবল পদে নিয়োগ করা যায়। শিশুটির বয়স ১৮ বছর হয়ে গেলে স্থায়ীভাবে পূর্ণ সময়ের কনস্টেবল পদে নিয়োগ করা হবে তাকে।

নমনের মা অর্থাৎ রাজকুমারের স্ত্রী নীতু রাজওয়াদে জানিয়েছেন, আমার স্বামী কয়েকদিন আগে পথ দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। এখন আমার ছেলেকে চাইল্ড কনস্টেবল

হিসেবে কাজে যোগদান করানো হয়েছে। আমার কষ্ট হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ছেলের জন্য আমার আনন্দও হচ্ছে।

মৃত পুলিশকর্মীর অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে শিশু কনস্টেবল হিসেবে নিয়োগ করার নদীর এই প্রথমবার নয়।

এর আগে গত জানুয়ারি মাসে একই রাজ্যের সুরজপুরে বাবার মৃত্যুর পর সাড়ে পাঁচ বছর বয়সি শিশুকে চাইল্ড নিয়োগ করা হয়েছিল। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশের কাটনি এলাকায় ৪ বছরের একটি শিশুকেও নিয়োগ করা হয়েছিল শিশু কনস্টেবল পদে।

নিভে গেল বলিউডের প্রদীপ

মুম্বাই, ২৪ মার্চ : বলিউডে আবার শোকের ছায়া। কিছু দিন আগেই বিটাউনের অভিনেতা, চিত্রপরিচালক সতীশ কৌশিক হঠাৎগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত নিয়েছেন। এবার চিরতরে বিদায় নিলেন বলিউডের খ্যাতনামা বাঙালি পরিচালক প্রদীপ সরকার। ৬৭ বছর বয়সে নিভে গেল বলিউডের প্রদীপ।

জানা গেছে, শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটায় মুম্বাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। নানা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন এই জনপ্রিয় পরিচালক। কিউনির সমস্যার কারণে তাঁর ডায়ালাইসিস চলছিল। রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা দ্রুত হারে কমে যাচ্ছিল। শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতির কারণে বৃহস্পতিবার বেশি রাতে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তবে চিকিৎসকরা শেষ রক্ষা করতে পারেননি। শুক্রবার বিকেল চারটায় সান্ত্বাজুজ তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

পরিণীতা ছবি দিয়ে বলিউডে পরিচালক হিসেবে অভিষেক হয় প্রদীপের। প্রথম ছবিতেই বাজিমাত করেছিলেন তিনি। এই



প্রদীপ সরকার, কাজল আর খাদ্দি সেন।

ছবি বিদ্যা বালনকে রাতারাতি তারকা বানিয়ে দিয়েছিল। পরিণীতা ছবিটি জাতীয় পুরস্কার জয় করেছিল। প্রদীপ সরকারের ঝুলিতে আছে অসংখ্য হিট ছবি। লাফান্দে, পারিদে, মারদানি’র মতো ছবি দর্শকদের উপহার দেন। প্রদীপ সরকার বাণিজ্যিক ছবির পাশাপাশি বিজ্ঞাপন বানাতেন প্রদীপ। তিনি কোন্ড লসিয় অর চিকেন মাসালা, অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ অ্যান্ড ফরবিডেন লাভ এবং দুর্দঙ্গা–এর মতো বেশ কয়েকটি ওয়ের সিরিজও পরিচালনা করেছেন। তাঁর বানানো বেশ কিছু বিজ্ঞাপন

সাড়া ফেলেছে। পরিচালক ছাড়া লেখক হিসেবেও বিটাউনে তাঁর নামডাক ছিল। বিনোদ চোপড়া প্রোডাকশনের হাত ধরে তিনি তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। অনেক মিউজিক ভিডিও পরিচালনা করেছেন প্রদীপ। তাঁর পরিচালিত শেষ হিন্দি ছবি ছিল হেলিকপ্টার ইলা। এই ছবির মূল চরিত্রে ছিলেন কাজল আর খাদ্দি সেন।

প্রদীপ সরকারের প্রয়াণে স্বাভাবিকভাবে শোকের ছায়া বলিউডে। তাঁকে বলা হতো বলিউডের প্রদীপ।

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : ইঙ্গিত মিলেছিল আগেই। তা মিলেও গেল। কোনও বিতর্ক ছাড়াই শুক্রবার লোকসভায় অর্থবিল পাশ করিয়ে নিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। আদানিকান্ডে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)–র মাধ্যমে তদন্তের দাবিতে বিরোধী সাংসদদের বিক্ষোভের মধ্যেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন লোকসভায় অর্থবিল পেশ করেন। স্পিকার ওম বিডলার অনুমতিতে আলোচনা ছাড়াই স্বনিভোটে তা পাশ হয়ে যায়। অর্থবিলে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য নতুন কমিটি গঠনের প্রস্তাব রয়েছে। রয়েছে বিদেশ সফরের সময় ক্রেডিট কার্ডের নিয়মে রদবদল সংক্রান্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)–র প্রস্তাবও। সব মিলিয়ে মোট ৪৫টি সংশোধনী–সহ পাশ হয়েছে আগামী অর্থবর্ষের অর্থবিল। অর্থবিলে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য নতুন কমিটি গঠনের প্রস্তাব রয়েছে। রয়েছে বিদেশ সফরের

সময় ক্রেডিট কার্ডের নিয়মে রদবদল সংক্রান্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)–র প্রস্তাবও। সব মিলিয়ে মোট ৪৫টি সংশোধনী–সহ পাশ হয়েছে আগামী অর্থবর্ষের অর্থবিল। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারও বিরোধীদের বিক্ষোভের মধ্যেই আগামী অর্থবর্ষে কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রকের বাজেটের ৪৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রস্তাব ধ্বনিভোটে পাশ করিয়ে নিয়েছিল কেব্দ্র। বাজেটের নথি জানাচ্ছে, ২০২৩–২৪ সালে কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রকে মোট আনুমানিক ব্যয় ৪৫ লক্ষ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। যার মধ্যে মোট মূলধন ব্যয় ধরা হয়েছে ১০ লক্ষ কোটি টাকা। চলতি অর্থবর্ষের ব্যয় আনুমানিক ৪১.৮ লক্ষ কোটি টাকা। আগামী ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পরের অধিবেশন চলার কথা। কিন্তু কনটিকের আসন্ন বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করা পদ্ম–শিবির তার আগেই অধিবেশনে ইতি টানতে পারে বলে মনে করছে বিরোধী দলগুলি।

বিজেপি শুধুমাত্র নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য রাম নাম ব্যবহার করে : ফারুক আবদুল্লাহ



ফারুক আবদুল্লাহ। ফাইল চিত্র।

শ্রীনগর, ২৪ মার্চ : গতবছর নভেম্বর মাসেই আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত জানিয়েছিলেন, ভারতে যারাই বসবাস করেন তারাই হিন্দু এবং সমস্ত ভারতীয়র ডিএনএ অভিন্ন। যে যেধরনেরই ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান পালন করুক না কেন, তার ওপর হিন্দুত্বের পরিচয় নির্ভর করে না। এই ঘোষণার পরই কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল

কনফারেন্স–এর নেতা ফারুক আবদুল্লাহ জানিয়ে দিলেন রাম সকলের ভগবান, কোনও দল বা প্রতিষ্ঠানের নয়। উধমপুরের প্যাহ্লার পাটি আয়োজিত একটি জনসভায় বৃহস্পতিবার রাম নামের ব্যাপ্তি বোঝাতে ফারুক বলেন, রাম শুধু হিন্দুদের দেবতা নন। দয়া করে আপনাদের মন থেকে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করুন। ভগবান রাম সকলের ঈশ্বর। সে মুসলমান, খ্রিষ্টান, আমেরিকান বা রাশিয়ান যেই হোক যার তাঁর উপর বিশ্বাস আছে তিনি তারই ভগবান। ফারুকের এই ঘোষণা প্রথমবার নয়। মোহন ভাগবতের সম্প্রসারিত হিন্দুত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণের পরপরই ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা রাম সম্পর্কিত তাঁর ভাবনা প্রকাশ করেন। কেন

তিনি রামের উপর একচেটিয়া অধিকারের অবসান চাইছেন তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিতেই জম্মু–কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, যাঁরা বলেন তাঁরাই একমাত্র রামের ভক্ত, তাঁরা মুর্খ। তাঁরা শুধু চান রামের নামটি বিক্রি করতে। রামের প্রতি তাঁদের কোনও ভালোবাসা নেই, তাঁদের প্রকৃত ভালোবাসা ক্ষমতার প্রতিফার্ক জানান, বিজেপি শুধুমাত্র নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য রাম নাম ব্যবহার করে। এর মূল উদ্দেশ্য দেশের সাধারণ মানুষের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। জনসভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি আপনাদের অনুপ্রোহ করছি, মানুষের কাছে যান,

তাদের ঘৃণার প্রচার করতে বারণ করুন। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপর জঙ্গিদের হামলা, উপত্যকা ছেড়ে হিন্দুদের দেশের অন্যত্র চলে যাওয়া প্রকarsন্তরে যে বিজেপিকেই সর্বস্বভারতীয় স্তরে রাজনৈতিক ভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে সেই বাস্তবতা বুঝতে ভুল হয়নি দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া নেতারা।

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনীতিতে বিজেপির হিন্দুত্বের ধার কিছুটা ভঁরাটা করতেই ফারুকের এহেন মন্তব্য সে বিষয়ে প্রায় নির্দিষ্টাধ্ব রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। একই সঙ্গে তাঁদের ধারণা জম্মু ও কাশ্মীরের হিন্দু ভোটের দিকে নজর রেখেই বিগত চারমাস ধরে রামের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে চলেছেন ফারুক।

পারদপতন হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল এম মহাপাত্র জানিয়েছেন, এই বৃষ্টিকে প্রাক্–মরসুমি বৃষ্টিপাত বলা যেতে পারে। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বার এই ধরনের বৃষ্টিপাত আগেই শুরু হতে চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে এর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা দেখছে না আবহাওয়া দফতর।

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় উত্তর ভারতে শিলাবৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা চাষিদের

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : পশ্চিমি ঝঞ্ঝার জেরে উত্তর–পূর্ব এবং মধ্য ভারতের একাংশে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিল মৌসম ভবন। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, মধ্য এশিয়ায় ইরানের কাছে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়েছে।

তার জেরেই উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে এবং মধ্য ভারতের একাংশে ভারী বর্ষণ হতে পারে। সপ্তাহের শেষে প্রবল বৃষ্টিপাতের

সঙ্গে শিলাবৃষ্টিও হতে পারে। মূলত জম্মু, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল এবং রাজস্থানে শুক্রবার দুপুর থেকেই ভারী বর্ষণ হতে পারে। শনিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তরাখণ্ড। সপ্তাহান্তে শিলাবৃষ্টি হতে পারে ছত্ৰীসগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের বিদর্ভে। রাজস্থানের উপর ইতিমধ্যেই একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা সক্রিয়

আছে। তার জেরে দুর্যোগের প্রাবল্য বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এই দুর্যোগের জেরে পঞ্জাব, হরিয়ানার মতো কৃষিপ্রধান রাজ্যে ক্ষেতের ফসল হতে পারে বলে কৃষকদের আশঙ্কা।

কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, ক্ষেত্রমারির শেষে এবং মার্চের শুরুতে উত্তর ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যাওয়ায় বিস্তীর্ণ অংশে

পারদপতন হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল এম মহাপাত্র জানিয়েছেন, এই বৃষ্টিকে প্রাক্–মরসুমি বৃষ্টিপাত বলা যেতে পারে। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বার এই ধরনের বৃষ্টিপাত আগেই শুরু হতে চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে এর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা দেখছে না আবহাওয়া দফতর।

জেলায় জেলায়

সাগরদীঘি উপনির্বাচনে হার সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে চিন্তায় তৃণমূল

আনসার মোল্লা, বহরমপুর : এ অবস্থা যদি চলতে থাকে তবে সংখ্যালঘুদের ক্ষোভ বাড়ছে। সে আগামী ত্রিস্তর পঞ্চায়েতেও কথা শাসকদল তৃণমূলেরই জেলা জুড়ে সাগরদীঘির মতো সংখ্যালঘু শাখা কদিন আগেই পরিস্থিতি হবে। এক তৃণমূল সাম্মলন করে জানিয়ে দিয়েছে সাগরদীঘিতে। শাসকের দলেই অনিচ্ছুক তিনি জানান, বর্তমান আলোচনা চলছে সংখ্যালগু ভোট দলের যে অবস্থা তাতে পঞ্চায়েত যে কমেছে তার প্রমাণ সাগরদীঘি নির্বাচনে শাসকদলের ফল খারাপ উপনির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়। হবে। বাম কংগ্রেস সহ

বিরোধীদের ফলাফল ভালো হবে। তিনি বলেন, তখন আমার (শাসক) দলের ভরসা শুধুমাত্র রাজ্য পুলিশের উপর। একইভাবে সারা বাংলা ইমাম মোয়াজ্জেম সংগঠনও সতর্ক করেছে রাজ্য সরকারকে। ওই সংগঠনের বক্তব্য, সাগরদীঘি থেকে রাজ্য সরকারকে শিক্ষা নিতে হবে। সাগরদীঘি ক্ষেত্রের বহিঃপ্রকাশ। ২০২১ সালে ৫২ হাজার ভোট পেয়ে জিতেছিল তৃণমূলের সুব্রত সাহা। এবারে তৃণমূল হেরেছে ২৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে। অর্থাৎ দেড় বছরে প্রায় ৭৪ হাজার ভোট সাগরদীঘিতে হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের। কারণ হিসাবে অনেকে উল্লেখ করেন সংখ্যালঘু বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকিকে গ্রেপ্তার করে দীর্ঘদিন জেল বন্দী করে রাখা। অন্যদিকে নেতা মন্ত্রী কোটি কোটি টাকার ঘুষ নেওয়া। অন্যায়ভাবে বিরোধীদের সহ দলের অনেক নেতা কর্মীদের মিথ্যা কেসে গ্রেপ্তার করে জামিন অযোগ্য ধারায় জেলে ভরা ইত্যাদি।

সাগরদীঘিতে ৬৩টি বুথে ২০১১ সালে প্রথম স্থানে ছিল বিজেপি। এবার তারা ৩০টি ধরে রাখতে পেরেছে। ১৪টি ধরে রেখেছে তৃণমূল। যেখানে বাম কংগ্রেস তৃতীয় স্থানে ছিল। সেখানে এবার তারা ১৯টি বুথে বিপুল ভোটে প্রথম স্থান করেছে বাম কংগ্রেস জোটের প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস। এটাই রাজ্যে সঙ্কেত শাসকদলের। সাগরদীঘির প্রথম আলোচনা বৈঠকে তৃণমূলের কাছে থেকে সংখ্যালঘু ভোট সরে গিয়ে চলে এসেছে বাম কংগ্রেসের দিকে। শুধু সাগরদীঘি নয় মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে সংখ্যালঘু ভোট সরে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তৃণমূল।

সারা বাংলা ইমাম মোয়াজ্জেম সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নিজামুদ্দিন শেখের মতে, সংখ্যালঘুদের মধ্যে এনআরসি ভীতি কমেছে। তাই তারা এদিন ঝুঁকছে বাম কংগ্রেসের দিকে। তারা আর এনআরসি-র ভয় করছে না। অন্যদিকে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি নাজিমুদ্দিন মণ্ডল জানান সংখ্যালঘু শাখা সংগঠনকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তারা যদি মর্যাদা না পায় তা হলে তারা কেন, কিসের আশায় দলের পাশে থাকবে। এদিকে বিরোধীদল থেকে জেলার শিক্ষিত যুবক বুদ্ধিজীবী সহ অনেকই বলেন, এতদিন শাসক দল সংখ্যালঘুদের ভয় দেখিয়ে আসছিল এনআরসি-র। বলেছিলেন তৃণমূলকে ক্ষমতায় না আনলে এনআরসি হয়ে যাবে। তৃণমূল ক্ষমতায় এলে এনআরসি রুখে দেবে। তার উপর ভরসা করেই এনআরসি রুখতেই সংখ্যালঘুরা শাসক দলকে ঢালাওভাবে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু মানুষ এই শাসক দলের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ধরে ফেলেছে। এবং মানুষের মনের ভয় ভেঙে গিয়েছে। তাই তারা ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। তা ছাড়াও এই শাসকদলের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি ধরা পড়েছে। অনেক নেতা-মন্ত্রী নিচু থেকে উঁচু স্তর পর্যন্ত সকলেই দুর্নীতিতে যুক্ত হয়েছে। এ সবার কারণেই

সংখ্যালঘুরা বাম-কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকি নিচ্ছে। এবং আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তারা কোমর বেঁধেই নামবে ভোট প্রচারে।

শাসকদলের দুই বিধায়কের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত ডোমজুড়

নিজস্ব সংবাদদাতা : ঘটনার সূত্রপাত ফেসবুকে একটি পোস্টকে ঘিরে। দুই তৃণমূল বিধায়কের অনুগামীদের মধ্যে বচসা এবং তা নিয়ে হাতাহাতিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ডোমজুড়। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। হাওড়ার ডোমজুড়ে। অভিযোগ, জেলার দুই বিধায়কের অনুগামীদের মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নামানো হয়েছে রায়ফও। যদিও শাসকদলের পক্ষ থেকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

দলীয় সূত্রে খবর, ঘটনার সূত্রপাত, কয়েক দিন আগে ডোমজুড়ের তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির করা সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট থেকে। ফেসবুক পোস্টটিতে অভিযোগ আকারে লেখা হয়, জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আইপ্যাক কর্মীদের তথ্য সংগ্রহে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তার পাল্টা কল্যাণের বিরুদ্ধেও একটি পোস্ট পড়ে ফেসবুকে। দাবি, যিনি ওই পোস্টটি করেছেন, তিনি জগৎবল্লভপুরের তৃণমূল বিধায়ক সীতানাথ ঘোষের ঘনিষ্ঠ। সেই ফেসবুক পোস্টটিতে নাম না করে হাওড়া সদরের তৃণমূল সভাপতি কল্যাণকে ‘তোলাবাজ’ বলে কটাক্ষ করা হয়।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, সমাজমাধ্যমে অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ ঘিরে দু’পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছিলই। এর পর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কল্যাণের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা ব্যক্তিকে ডোমজুড় থানায় ডেকে আনা হলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। অভিযোগ, ‘বিধায়ক-ঘনিষ্ঠ’ ব্যক্তিকে থানায় ডেকে আনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন তাঁর অনুগামীরা। সেখানেই দু’পক্ষের মধ্যে বচসা ও হাতাহাতি হয়। পরস্পরের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতেও শোনা যায় দু’পক্ষকে। পরে দুই শিবিরকে থানার সামনে থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ। দুই বিধায়ক অবশ্যই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ মানতে নারাজ। গোটা ঘটনার প্রেক্ষিতে কল্যাণ বলেন, আমি এলাকায় নেই। বাইরে আছি। খোঁজ নিয়ে দেখব কী হয়েছে। অন্য দিকে, সীতানাথ বলেন, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোথাও কিছুই ঘটেনি

খুনের ঘটনায় গ্রেফতার বিজেপি নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : খুন ও মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপি নেতা। বিজেপি নেতা গ্রেফতার পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। গত বিজেপি নেতার নাম সন্তোষ রায়। ২০ বছর আগে একটি চোরকে মারধরের ঘটনায় পুলিশ বিজেপি নেতা সন্তোষ রায়কে গ্রেফতার করে বুধবার রাত্তা ২০০৬ সালের ১৮ নভেম্বর মেমারির পান্সারোডে চুরির অভিযোগে শ্রীবাস মধু নামে এক ব্যক্তিকে মারধরের ঘটনায় নাম জড়ায় স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে বিজেপি নেতা সন্তোষ রায়ের। তারপর মেমারি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন শ্রীবাস মধুর আত্মীয় রবীন বিশ্বাস। মারধরের ঘটনার কয়েকদিন পর শ্রীবাস মধু মারা যায়। কিন্তু তখন থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও পুলিশ সন্তোষ রায়কে গ্রেফতার করেনি। গত বিজেপি নেতা সন্তোষ রায় যদিও দাবি করেছেন, এই ঘটনার বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি কোনওভাবেই এর সঙ্গে জড়িত নন। প্রসঙ্গত, সন্তোষ রায় ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ছিলেন। বর্তমানে তিনি রাজ্য বিজেপির কার্যকরী কমিটির সদস্য।

নয়াগ্রামে ‘বিজেপি হঠাও দেশ বাঁচাও’ পদযাত্রা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি

সংবাদদাতা : ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অন্তর্গত সদস্যদের নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো বৃহস্পতিবার গোপীবল্লভপুরে। এই সভায় পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্টিং সহ আগামী দিনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবং ১৪ এপ্রিল- ১৫ মে ভারতজুড়ে বিজেপি হঠাও দেশ বাঁচাও পদযাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়। সিপিআই সদস্য সমর্থকদের বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে আহ্বান জানানো হয়।

পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্টিং ও সাংগঠনিক আলোচনায় প্রধান বক্তা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য তপন গাঙ্গুলী উপস্থিত ছিলেন। ঝাড়গ্রাম জেলা সম্পাদক দেবজ্যোতি ঘোষ, প্রবীণ নেতা মনোরঞ্জন ঘোষ, ঝাড়গ্রাম জেলা সহ সম্পাদক



গোপীবল্লভপুরে নয়াগ্রামে সিপিআই সভায় জনাকীর্ণ উপস্থিতি।

—নিজস্ব ফটো

বিকাশ ষড়ঙ্গী, গুরুপদ মন্ডল, শক্তি রয়, দুর্গা মাহাত, প্রশান্ত প্রামানিক প্রমুখ আগামী দিনগুলিতে পার্টি সংগঠন স্বাধীন ও যৌথ কর্মসূচী রূপায়নের মধ্যে শক্তিশালী করার উপর জোর দেন। রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর

সদস্য তপন গাঙ্গুলী ব্যাপক জনসংযোগ রক্ষার উপর জোর দেন। আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে ১৫ সিপিআই-র জাতীয় পরিষদের ডাকে ভারত জুড়ে ‘বিজেপি হঠাও দেশ বাঁচাও’ পদযাত্রা কর্মসূচিকে সামনে রেখে

এলাকার পদযাত্রা কর্মসূচির পরিকল্পিত রূপায়নের বিশেষ জোর দেওয়া হয়। পাড়া বৈঠক থেকে ছোট ছোট এলাকায় পার্টির বক্তব্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে পঞ্চসভা কর্মসূচি বেশি করে গড়ে তুলতে পরামর্শ রাখেন।

খরা প্রবণ পুরুলিয়ায় কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি চেক ডাম প্রতিবছর ভাঙছে ক্ষুদ্র স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারি টাকা খরচ করে বার বার সংস্কার করা হয়েছে। তার পরেও চেক ড্যামটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে চেক ডাম তৈরি করার জন্যই বর্ষা পার হতে না হতেই বার বার ভেঙে যাচ্ছে।

বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাচ্ছে চেকড্যামের বিভিন্ন অংশ। খরাপ্রবণ পুরুলিয়ার বেশির ভাগ জমিই একফসলি। তাই কৃষকদের নির্ভর করতে হয় সেচের উপর। চাষের জলের ব্যবস্থা করতে যে চেকডাম তৈরি করা হয়েছিল ফি বছর তা জলে ধুয়ে যাওয়া নিয়ে প্রবল ক্ষোভ পুরুলিয়ায়।

২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে পুরুলিয়া ২ নম্বর ব্লকের পিড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চাকিরবন ও গোপালপুরের মাঝে ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি চেকডাম তৈরি করা হয়। কিন্তু সেই বছর বর্ষায় চেকড্যামের অংশ ধুয়ে যায়। এলাকাবাসীর



পুরুলিয়া চেক ডাম টি এভাবেই অকেজো হয়েপড়ে আছে।

ফটো : সংগৃহীত

বিক্ষোভের পর আবার ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করে চেক ড্যামটির সংস্কার হয় ২০১৭ সালে। কিন্তু সেই বর্ষায় আবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাই ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে আবার ২৯ লক্ষ টাকা দিয়ে চেকড্যামটি পুনরায় সংস্কার করা হয়। কিন্তু আবার চেকড্যাম ভেঙে যায় পর পর তিন বার চেকড্যাম

সংস্কার করার পরেও বর্তমানে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে চেকড্যামটি। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে চেকড্যাম তৈরি করার ফলেই বেহাল অবস্থা বলে ক্ষোভপ্রকাশ করেন কৃষকরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, জল ধরো, জল ভরো প্রকল্পে এলাকায় চাষের উন্নয়নের জন্য এই চেকড্যাম তৈরি করা হয়েছিল।

কিন্তু চেকড্যাম তৈরির সামগ্রী নিম্নমানের হওয়ায় বার বার বৃষ্টি টকা খরচ করেও চেকড্যামটি ঠিক রাখা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে পুরুলিয়ার অধীক্ষক বাসুদেব প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, ২০১৬ সালে জলতীর্থ স্কিমে ওই চেকড্যামটি নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু ২০২১-এর প্রচণ্ড বর্ষায় তার পার্শ্ববর্তী পাড় ভেঙে যায়।

স্কুল বন্ধের নোটিস দিতে এসেই চরম বিক্ষোভের মুখে শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলির হরিপাল থানার বাহিরখণ্ড ডাকতিয়া খাল পাড় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে বন্ধের নোটিশ দিতে এসে চরম বিক্ষোভের মুখে পড়ে শিক্ষা বিভাগের কর্মীরা। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। ১ এপ্রিল থেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে স্কুল, নোটিস দিতে এসেই চরম বিক্ষোভের মুখে শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা স্কুল ঘরের ভিতরেই তাঁদের তালা বন্ধ করে রাখলেন অভিভাবকরা। এখানেই শেষ নয়, খবর পেয়ে এলাকায় এক তৃণমূল নেতা তাঁদের উদ্ধার করতে এলে তাঁকে আক্রমণের মুখে পড়তে হয় গ্রামবাসীদের। ঘটনাটি হুগলির হরিপাল থানার বাহিরখণ্ড ডাকতিয়া খাল পাড় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে।

গ্রামবাসীদের বক্তব্য, এলাকায় একটি মাত্র শিশুশিক্ষা কেন্দ্র। যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯১ সালে। গ্রামবাসীদের তত্ত্বাবধানেই ওই শিক্ষাকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা হয়। তিন জন শিক্ষক নিয়ে শুরু হয় স্কুল। নিম্ন বুনিয়াদি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পান হতো এই স্কুলে।

পরবর্তীকালে দুই জন শিক্ষক কে অনাড় বদলি করা হয়। ২০১৯ সাল থেকে এক জন শিক্ষিকা শিক্ষকতা করছিলেন। আগামী ৩১ মে শার্চা তিনি অবসর নেন যার ফলে শিক্ষক শূন্য হয়ে যায়। এক গ্রামবাসী বলেন, ১ কিলোমিটারের মধ্যে তিনটি স্কুল রয়েছে। সেই স্কুলগুলো চলছে। অথচ আমাদের স্কুল থাকবে না। স্থানীয় ওই তৃণমূল নেতা বলেন,

আমাকে তালা দিয়ে আটকে রেখেছে। গ্রামবাসীরা দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে। কিন্তু এমন কিছুই হয়নি। বর্তমানে কোনও নিয়োগ না হওয়ার কারণে জেলা এবং ব্লক শিক্ষা দফতর থেকে স্কুলটি পুরোপুরি বন্ধ করার নির্দেশ দিতে আসেন গতকাল। এরপরই ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান

স্কুলের সামনে। এবং প্রায় এক ঘণ্টার উপর জেলা ও ব্লকের শিক্ষা দফতরের অধিকারিদের স্কুলের তালা বন্দি করে রাখেন। অন্যদিকে তাদের উদ্ধার করতে ঘটনা স্থলে আসেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি তথা বাহিরখণ্ড পঞ্চায়েত প্রধান মিতা ঘোষের স্বামী সৌতম ঘোষ। কিন্তু গ্রামবাসীরা চড়াও হন ওই তৃণমূল নেতার উপরও।



পড়ুয়া শিক্ষকের অপেক্ষায়

ফটো : সংগৃহীত

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর

পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ প্রকাশ

দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা

সুনীল মুন্সী

তৃতীয় সংস্করণ

দাম : ২০০.০০ টাকা

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান

(চতুর্থ খণ্ড)

মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত

দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

দাম : ৪৫০.০০

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

মনীষা প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

জীবনী

কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী : নিকোলাই ইভানভ

৭০.০০

দর্শন

দার্শনিক লেনিন : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

৯০.০০

ইতিহাস

ইতিহাসের ধারা : সুশোভন সরকার

৭৫.০০

সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও রামের অযোধ্যা : রামশরণ শর্মা

৩০.০০

বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য

১০০.০০

ঠিকানা : কলকাতা : সুনীল মুন্সী

২০০.০০

সাহিত্য

আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি

২৫০.০০

রবীন্দ্র সাহিত্য

রবীন্দ্র ভাবনা

নির্বাচিত প্রবন্ধ : তপতী দাশগুপ্ত

১৫০.০০

কাব্যগ্রন্থ

দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র

২৫০.০০

বিজ্ঞান

রাসায়নিক মৌল কেমন করে সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল : ড. ন. ত্রিফোনভ

২৫০.০০

ড. দ. ত্রিফোনভ

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান

CAA, NRC, NPR

মানছি না

বিজেপির স্বরূপ

(পরিবর্তিত সংস্করণ)

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered : Editor : Philip S. Foner

Rs. 55.00

Somenath Lahiri Collected Writings :

Rs.15.00

Rise of Radicalism in Bengal in the 19th Century : Satyendranath Pal

Rs. 190.00

Peasant Movement in India 19th-20th Centuries : Sunil Sen

Rs. 90.00

Political Movement in Murshidabad 1920-1947 : Bishan Kr. Gupta

Rs. 85.00

Forests and Tribals : N. G. Basu

Rs. 70.00

Essays on Indology Birth Centenary tribute to Mahapandita Rahula Sankrityayana :

Editor. Alaka Chattopadhyaya

Rs. 100.00

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

ফ্রান্সে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ, পৌর ভবনে অগ্নিসংযোগ

প্যারিস, ২৪ মার্চ : ফ্রান্সে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসসহ বিভিন্ন শহরে এ সংঘর্ষ হয়। ফ্রান্স সরকারের প্রস্তাবিত অবসর নীতিমালার বিরুদ্ধে তিন মাস ধরে চলমান বিক্ষোভে এটিকে সবচেয়ে বড় হিংসাত্মক ঘটনা বলে উল্লেখ করেছে এএফপি।গত জানুয়ারির মাঝামাঝিতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রো সরকারি কর্মচারীদের অবসরে যাওয়ার বয়স বাড়ানোর উদ্যোগ নেন। অবসরের বয়স ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৪ করার পরিকল্পনা হয় এবং পার্লামেন্টে কোনো ধরনের ভোটচুক্তি ছাড়াই এ সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়। এর প্রতিবাদে তিন মাস ধরে ফ্রান্সের রাস্তায় বিক্ষোভ চলছে। বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ বড় ধরনের হিংসাত্মক ঘটনার রূপ নেয়। এদিন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রায় ১৫০ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। দেশজুড়ে বেশ কয়েক বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজধানী প্যারিসসহ বিভিন্ন জায়গায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। বিক্ষোভকারীরা অগ্নিসংযোগ করেছেন। এদিন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের ওপর কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়েছেন এবং লাঠিগেটা করেছেন। দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় বর্দো শহরের পৌর ভবনের বারান্দায় অগ্নিসংযোগ



অবসর নীতিমালার বিরুদ্ধে ফ্রান্সে বিক্ষোভ চলছে।

ফটো : রয়টার্স

করা হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের সেখানে সফরে যাওয়ার কথা। এটি ব্রিটিশ রাজা হিসেবে চার্লসের প্রথম বিদেশ সফর। তবে বিক্ষোভকারীরা মঙ্গলবার নতুন করে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করায় রাজা চার্লসের সফরের ওপর প্রভাব পালর আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ রাস্তায় অগ্নিসংযোগ করেছেন। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড ডারমানিন বলেছেন, ক্রালজুড়ে বিভিন্ন সংঘর্ষের ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনীর ১৪৯ সদস্য আহত হয়েছেন। কমপক্ষে ১৭২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু প্যারিস থেকেই গ্রেপ্তার হয়েছেন ৭২ জন।ডারমানিন আরও বলেন, প্যারিসে প্রায় ১৪০টি জায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র

মন্ত্রণালয় বলেছে, বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় ১০ লাখ ৮৯ হাজারের মতো মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন। শুধু প্যারিসে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন ১ লাখ ১৯ হাজার মানুষ। গত জানুয়ারিতে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর এটি ছিল রাজধানী শহরটিতে সবচেয়ে বা জমায়েত। তবে দেশজুড়ে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ অংশ নিয়েছিলেন ৭ মার্চের বিক্ষোভে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ওই দিন বিভিন্ন জায়গায় মোট ১২ লাখ ৮০ হাজার মানুষ বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন। নিজস্ব সাংবাদিকদের বরাতে এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, প্যারিসে কয়েক শ কালো পোশাকধারী উগ্রপন্থী বিক্ষোভকারী ব্যাংক, লোকান ও ফার্স্ট ফুড রেস্টুরাঁর জানালা ভেঙে ফেলেছেন এবং সাকে থাকা

বিভিন্ন সরঞ্জাম নষ্ট করেছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় লিলে শহরের স্থানীয় পুলিশপ্রধান থিয়েরি কোর্তেকুইসে বিক্ষোভকারীদের ছোড়া পাথরের আঘাতে সামান্য আহত হয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা প্যারিসের গ্যারে দে লিয়ন স্টেশনের রেলপথ দখল করে রেখেছিলেন। চার্লস দ্য গল বিমানবন্দরে চলাচলও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। গত বুধবার ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রো অবসরকালীন সংস্কারকে জরুরি বলে উল্লেখ করার পর বিক্ষোভকারীরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এদিন ম্যাক্রো বলেছেন, এ সংস্কার করতে গিয়ে তাঁর জনপ্রিয়তা কমে গেলেও তিনি তা মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন। এর আগে গত রোববার এক জরিপে দেখা গেছে, ম্যাক্রোর জনপ্রিয়তা ২৮ শতাংশে নেমে এসেছে।

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ তাড়াল চিন

বেজিং, ২৪ মার্চ : দক্ষিণ চিন সাগরে একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজের পিছু ধাওয়া করে দ্রুত এলাকা ছাড়ার জন্য সতর্ক করে দেওয়ার দাবি করেছে চিনের সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবার বেইজিংয়ের পক্ষ থেকে এ দাবি করা হয়। পুরো দক্ষিণ চিন সাগরে সার্বভৌমত্ব দাবি করে চিন। কৌশলগত এ জলপথ ব্যবহার করে প্রতিবছর দেশটি কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার বাণিজ্য করে থাকে। তবে আন্তর্জাতিক আদালতের আদেশ অনুযায়ী, চিনের দাবির কোনো ভিত্তি নেই। ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাইও তাদের দাবি জানিয়ে আসবে। যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক জলসীমায় নৌ চলাচলের স্বাধীনতা জাহির করতে সেখানে যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে। মার্কিন নৌবাহিনী চিনের সামরিক বাহিনীর বিবৃতিকে অস্বীকার করেছে। তাদের ভাষা, দক্ষিণ চিন সাগরে নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবে তাদের যুদ্ধজাহাজ। একে ত্যাানো হয়নি। চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির (পিএলএ) সাউদার্ন থিয়েটার কমান্ড বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসএস মিলিয়াস নামে ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী একটি যুদ্ধজাহাজ বৃহস্পতিবার প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জের জলসীমায় প্রবেশ করে। বিধি মোতাবেক পিএলএর সংগঠিত নৌ ও বিমানবাহিনী মার্কিন যুদ্ধজাহাজটিকে অনুসরণ করে ও পর্যবেক্ষণে রাখে। পিএলএর মুখপাত্র তিয়ান জুনলি বলেন, মার্কিন যুদ্ধজাহাজটিকে দ্রুত চিনের জলসীমা ত্যাগের জন্য সতর্ক করা হয়। তিনি বলেন, মার্কিন যুদ্ধজাহাজটি চিনের জলসীমায় অবৈধভাবে প্রবেশ করে। চিন সরকারের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে এ অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় এ কার্যক্রম চালানো হয়েছে। চিনের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র আরও বলেন, তাদের বাহিনীকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে।

সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা এবং দক্ষিণ চিন সাগরে শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে রক্ষায় চীনের সেনাবাহিনী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। দক্ষিণ চিন সাগরে সার্বভৌমত্ব দাবি করে চিনা কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিক সময়ে সেখানে কৃত্রিম দ্বীপ ও সামরিক অবকাঠামো তৈরি করছে।এদিকে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, মার্কিন নৌবাহিনী চীনের সামরিক বাহিনীর বিবৃতিকে অস্বীকার করেছে। তাদের ভাষা, দক্ষিণ চিন সাগরে নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবে তাদের যুদ্ধজাহাজ। একে তাড়ানো হয়নি।মার্কিন সশুন্ম নৌবহরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যেখানে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আকাশ, নৌ ও জলপথ ব্যবহারের সুযোগ থাকবে, সেখানেই কার্যক্রম চালাবে তাদের বাহিনী।দক্ষিণ চীন সাগর যিরে যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে। দক্ষিণ চিন সাগর এবং তাইওয়ান প্রণালিতে চীনকে মোকাবিলা করতে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জোট গড়তে চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্রবিধ্বংসী ইউএসএস মিলিয়াস যুদ্ধজাহাজ। ফাইল ফটো : রয়টার্স



যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্রবিধ্বংসী ইউএসএস মিলিয়াস যুদ্ধজাহাজ। ফাইল ফটো : রয়টার্স

আবার দূতাবাস চালু করতে আলোচনায় সৌদি-সিরিয়া



সৌদির যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ। ফাইল ফটো : রয়টার্স

দুই দেশ সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে সম্মত হলো। রিয়াদ কয়েক সপ্তাহ ধরে দামেস্কের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের ইঙ্গিত দিয়ে আসছে।গত ৬ ফেব্রুয়ারির ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর সিরিয়ার সরকার ও বিদ্রোহী উভয় নিয়ন্ত্রিত অংশে ত্রাণ পাঠায় সৌদি আরব। তুরস্ক ও সিরিয়ায় আঘাত হানা এই ভূমিকম্পে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন লাখে মানুষ। অবশ্য ত্রাণ সহায়তার ক্ষেত্রে বাশার আল-আসাদ সরকারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়নি সৌদি আরব।

তারা বাশার আল-আসাদ সরকার-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ত্রাণ পাঠাতে সিরিয়ান রেড ক্রিসেন্টের সঙ্গে সমন্বয় করে।বিশেষ করে ভূমিকম্পের পর থেকে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র দামেস্কের বিচ্ছিন্নতা সহজ করার ব্যাপারে উদার হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান গত ফেব্রুয়ারিতে বলেছিলেন, মানবিক সংকট মোকাবিলায় দামেস্কের সঙ্গে আলোচনায় একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আরব বিশ্বে একটি ঐকমত্য তৈরি হচ্ছে। গত রবিবার সিরিয়ার

প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ র‍াষ্টীয় সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) গিয়েছিলেন। সফরে বাশার আল-আসাদ সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেন।বৈঠক নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্টের বিবৃতিতে বলা হয়, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে বাশার আল-আসাদকে মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান বলেন, বৃহত্তর আরব অঞ্চলে দামেস্কের আবার একীভূত হওয়ার সময় এসেছে।গত বছরও সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে গিয়েছিলেন বাশার আল-আসাদ। ২০১১ সালে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরুর পর এটাই ছিল কোনো আরব রাষ্ট্রে তাঁর প্রথম সফর। বাশার আল-আসাদ গত মাসে ওমান সফর করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি চলতি মাসের শুরুতে রাশিয়া সফর করেন। গণতন্ত্রপন্থী বিক্ষোভে হিংসা দমন-পীড়ন চালানোয় ২০১১ সালে সিরিয়াকে কায়রোরাজ্যিক আরব লিগ থেকে বহিস্কার করা হয়।

পুতিনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল : মেদভেদেভ

মস্কো, ২৪ মার্চ : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হলে তার ফল ভালো হবে না বলে সতর্ক করেছেন সাবেক রুশ প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ। গতকাল বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) জারি করা পরোয়ানা অনুযায়ী পুতিনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হলে তা হবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। গত শুক্রবার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) পুতিনের বিরুদ্ধে একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। বলা হয়, ইউক্রেন থেকে শত শত শিশুকে বেআইনিভাবে ধরে রাশিয়ায় নিয়ে পুতিন যুদ্ধাপরাধ করেছেন। এর প্রতিক্রিয়ায় টেলিগ্রামে পোস্ট করা

এক ভিডিও বার্তায় মেদভেদেভ বলেন, ভেবে দেখুন তো, অবশ্য এ পরিস্থিতি কখনো কল্পনায়ও আনা যায় না। এরপরও মনে করুন, পারমাণবিক রাষ্ট্রের বর্তমান প্রধান কোনো এলাকার কথা হলে তা হবে রাশিয়ার জার্মানিতে গেছেন এবং গ্রেপ্তার হয়েছেন। এতে কী হবে? এটি হবে রুশ ফেডারেশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিলা। এ ক্ষেত্রে আমাদের সব সরঞ্জাম, সব ক্ষেপণাস্ত্র বৃন্দেসতায় থেকে শুরু করে চ্যাপেলরের কার্যালয়ের দিকে ছোড়া হবে। ক্রেমলিন বলছে, পুতিনের বিরুদ্ধে আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানা একটি পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত। রাশিয়ার কাছে এর কোনো গুরুত্ব নেই। মেদভেদেভ বলেন, ইউক্রেন

রাশিয়ার অংশ। আধুনিক জামানার বেশির ভাগ সময় ইউক্রেন রুশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। ১৯৯১ সালের পর রাশিয়া ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৯৯৪ সালে বুদাপেস্ট স্মারক মতে সীমানার অনুমোদন দেয়।মেদভেদেভ বিশ্বাস করেন, রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী বিশ্বের সম্পর্ক একসময় ভালো হবে। তবে এটা ঠিক, এতে অনেক সময় লাগবে। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি, আজ হোক, কাল হোক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে এবং পশ্চিমী বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হবে। তবে আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, ওই সময়ের মধ্যে পশ্চিমী নেতাদের ওই সব লোক অবসরে চলে যাবেন এবং অনেকের মৃত্যু হবে।

আইসিসির পরোয়ানা থাকলেও পুতিনকে গ্রেপ্তার করবে না হাঙ্গেরি

বুদাপেস্ট, ২৪ মার্চ : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনকে হাঙ্গেরি গ্রেপ্তার করবে না বলে জানিয়েছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর অরবানের চিফ অব স্টাফ গাজ্জেলি গুলিয়াস বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছেন। গত শুক্রবার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) পুতিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। ইউক্রেন থেকে শিশুদের বেআইনিভাবে রাশিয়ায় সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে পুতিনের বিরুদ্ধে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভূত্ব এই দেশটি আইসিসির সদস্য হওয়ার পরও তারা এই পরোয়ানা মানতে আইনত বাধ্য নয় বলে জানিয়েছেন দেশটির উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা গাজ্জেলি

গুলিয়াস। রাজধানী বুদাপেস্টে এক সংবাদ সম্মেলনে গুলিয়াস বলেন, আমরা হাঙ্গেরির আইনের কথা বলতে পারি এবং সেই ভিত্তিতে আমরা রুশ প্রেসিডেন্টকে গ্রেপ্তার করতে পারি না...কারণ হাঙ্গেরিতে আইসিসির আইন জারি করা হয়নি। হাঙ্গেরি ১৯৯৯ সালে আইসিসির রোম সংবিধিতে স্বাক্ষর করে এবং প্রধানমন্ত্রী অরবান যখন প্রথমবার ক্ষমতায় তখন ২০০১ সালে এটি অনুমোদন করে। গুলিয়াস বলেন, হাঙ্গেরির আইনে আইসিসির সংবিধিটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়নি, কারণ এটি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়া কেউই আইসিসির বিচারব্যবস্থা স্বীকার করে না। বুদাপেস্ট পুতিনের

বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। তবে গুলিয়াস বলেছেন, সিদ্ধান্তটি খুব ভালো কিছু নয়। তিনি বলেন, এটি পদক্ষেপ পরিস্থিতিকে শান্তির বদলে উত্তেজনার দিকে নিয়ে যাবে।যুদ্ধের আগে থেকেই পুতিনের সঙ্গে হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী অরবানের সুসম্পর্ক রয়েছে।

অরবান ২০১০ সাল থেকে টানা চারটি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।

কিমতে হাঙ্গেরি অস্ত্র পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালে অরবানকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর সমালোচনার মুখে পাতে হয়। তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করেছেন এবং উল্টো শান্তি আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন।

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার চুক্তি

ওটাওয়া, ২৪ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যকার সীমান্তের অনানুষ্ঠানিক পারাপারের পথ দিয়ে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঢল থামাতে দেশ দুটি একটি চুক্তির ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। তবে চুক্তির কিছু বিষয় এখনো বিস্তারিতভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। শুক্রবার দুই দেশের প্রেসিডেন্টের বৈঠকে তা নির্ধারণ করা হবে। কানাডার এক সরকারি সূত্র এবং এক মার্কিন কর্মকর্তার বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে সীমান্ত পারাপারের ক্ষেত্রে সেক্ষেপ কাহিট্রি অ্যাপ্রিমেন্টের (এসটিসিএ) বিধিমালা অনুসরণ করা হয়। এর আওতায় যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কর্মকর্তারা নিজ নিজ সীমান্তের প্রবেশপথ থেকে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ফেরত

পাঠাতে পারেন। তবে কুইবেকের রক্সহাম রোডের মতো অনানুষ্ঠানিক পথের ক্ষেত্রে এসব বিধি প্রয়োগ করা হয় না। কুইবেকে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঢল থামাতে ট্রুডো চাপের মুখে আছেন। এ প্রদেশটি ফরাসি ভাষী-অধ্যুষিত। ট্রুডোর নির্বাচনী আসনও সেখানে। এমন অবস্থায় সংশোধিত সেক্ষে থার্ড কাহিট্রি অ্যাপ্রিমেন্ট (এসটিসিএ) নিয়ে শুক্রবার অটোয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর মধ্যে আলোচনা হবে। এরপর এ নিয়ে ঘোষণা দেওয়া হতে পারে। রয়টার্সকে এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, চুক্তির আওতায় কানাডা আগামী বছর মানবতার খাতিতে ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়ার থেকে অতিরিক্ত ১৫ হাজার অভিবাসনপ্রত্যাশীকে

গ্রহণ করবে। ইউক্রেনের প্রতি সংহতি প্রকাশের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার বাইডেন কানাডায় পৌঁছান। শুক্রবার ট্রুডোর সঙ্গে কানাডার পার্লামেন্টে ভাষণ দেনেন তিনি। শুক্রবার সন্ধ্যায় দুই নেতা এবং তাঁদের স্ত্রীরা ট্রুডোর ব্যাটিে মিলিত হবেন। রক্সহাম রোড নামের অনানুষ্ঠানিক এ সীমান্ত অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ছোট পছন্দের পথ। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসীদের ওপর ধরপাকড় অভিযান শুরু করার পর ২০১৭ সালে এ সীমান্ত ক্রসিং নিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম হয়েছিল। ওই অভিযানের পর কানাডা সীমান্তে অভিবাসন প্রত্যাশীদের ঢল দেখা গিয়েছিল। নতুন চুক্তিটি কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যকার পুরো সীমান্ত এলাকাই

এসটিসিএর আওতায় আসবে। অনানুষ্ঠানিক সীমান্ত ক্রসিংয়েও তখন অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বাধা দেওয়া যাবে।সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কানাডায় সীমান্ত ক্রসিং দিয়ে অভিবাসন প্রত্যাশীদের ঢল বাাতে দেখা গেছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, চুক্তির ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ট্রুডোর কার্যালয়ের বক্তব্য জানানর চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে তাতে সাড়া পাওয়া যায়নি। বুধবার ট্রুডো সাংবাদিকদের বলেছেন, অনেক মাস ধরে অনিয়মিত সীমান্ত ক্রসিংয়ের মতো জটিল এ ইস্যুর সমাধানে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সরকার কাজ করছে। শিগিরিই এ নিয়ে ঘোষণা দিতে পারবেন বলে আশা করছেন তিনি।

কারাগার থেকে পালাতে টুথব্রাশ

ওয়ারিশটন, ২৪ মার্চ : কারাগারে বাকি সবকিছুই ঠিকঠাক। শুধু একটি দেয়ালে মন্তু এক গর্ত। সেখান থেকে পালিয়েছেন দুই অপরাধী। গর্তটি করেছেন তাঁরাই। তবে কীভাবে করেছেন, তা শুনলে অবাক হতেই হবে। পুলিশ বলছে, টুথব্রাশ ব্যবহার করে এ কাণ্ড ঘটিয়েছেন দুজন।ঘটনাটি ঘটেছে গত সোমবার সন্ধ্যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের নিউশোর্টে নিউজ শহরের একটি কারাগারে। পলাতক দুই বন্দীর নাম জন গারজা (৩৭) ও আরলে নেমো (৪৩)। তাঁদের মধ্যে জন গারজার অপরাধ, তিনি আদালতের অবমাননা করেছেন। আর আরলে নেমো কারাবন্দী ছিলেন ফ্রেডিট কার্ড জালিয়াতিসহ নানা অপরাধের দায়ে।এক বিবৃতিতে



কারাগার থেকে পালাতে দেয়ালে করা হয় এই গর্ত। ফটো : এএফপি

পুলিশ জানিয়েছে, টুথব্রাশ ও ধাবব বস্ত্র ব্যবহার করে কারাগারের দেয়াল খোঁয়া শুরু করেন দুই বন্দী। শেষ পর্যন্ত সফল হন। পরে কারাগারের প্রচারি টপকে বাইরে চলে যান তাঁরা। যে দেয়ালে গর্ত করা হয়েছে, সেখানে নির্মাণক্রটি ছিল বলে দাবি করেছে পুলিশ।

কারাগার থেকে পালানোর সুখ বেশিক্ষণ সহিতে পারেননি গারজা ও নেমো। পালানোর কয়েক ঘণ্টা বাদেই কাছের হ্যাম্পটন শহরের একটি কেকের দোকান থেকে আবার গ্রেপ্তার হন। তবে গ্রেপ্তারের সময় তাঁরা ওই দোকানের ভেতরে না বাইরে

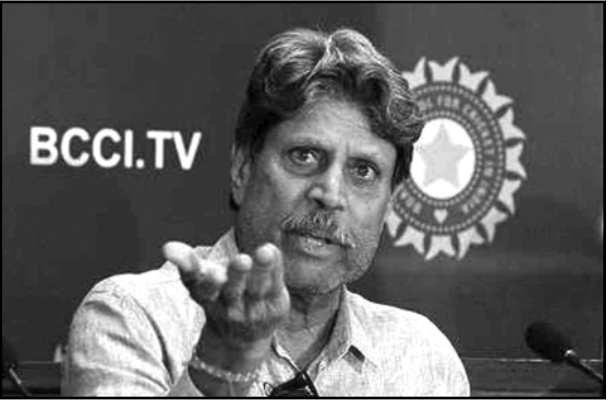
ছিলেন, তা জানা যায়নি। এ নিয়ে পুলিশ কর্মকর্তা গেব মেরগান বলেন, যাঁরা গারজা ও নেমোকে কেকের দোকানে দেখেছিলেন এবং বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানিয়েছিলেন, তাঁদের ধন্যবাদ। আমরা সব সময় বলে আসছি যে যখনই কিছু দেখবেন, তখনই জানিয়ে দেবেন।

তবে কারাগারের দেয়ালে যে নির্মাণক্রটির কথা পুলিশ বলেছে, সে বিষয়ে মুখ খোলেননি গেব মরগান। পুলিশের এই কর্মকর্তা শুধু এটুকু বলেছেন, যে নির্মাণক্রটির কথা বলা হচ্ছে, তা পুরো কারাগারে রয়েছে। সেগুলো যতক্ষণ না চিহ্নিত করে ঠিকঠাক করা হচ্ছে, ততক্ষণ নিরাপত্তার কারণে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব না।

সূর্যকে সাত নম্বরে ব্যাট করতে নামানোর সিদ্ধান্ত ঠিক বলে মনে করেন কপিল

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের ম্যাচে ব্যর্থ হয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। তিনটি ম্যাচেই প্রথম বলে আউট হয়েছেন ঝাই। সূর্য ব্যর্থ হওয়ায় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে পরের ওয়ানডেতে কি দলে জায়গা পাবেন ভারতীয় ক্রিকেটের মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি? সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে সঞ্জু স্যামসনের। সূর্যের জায়গায় যদি সঞ্জুকে সুযোগ দেওয়া হয় পরের ওয়ানডে সিরিজগুলোয়, তাহলে লাভবান হবে ভারতই। কিন্তু এই তুলনায় বিশ্বাসী নন ভারতের কিংবদন্তি বোলার কপিল দেব।

সঞ্জু স্যামসন ১১টি ম্যাচ খেলেছেন। ওয়ানডেতে তাঁর গড়



৬৬। ২৩টি ম্যাচ খেলে সূর্যকুমারের গড় ২৪.০৫। একটি সংবাদমাধ্যমকে কপিল বলেছেন, যে ক্রিকেটার ভাল খেলে, সে সুযোগ পাবেই। সূর্য ও সঞ্জু স্যামসনের মধ্যে তুলনা করা উচিত নয়। এটা ঠিক নয়। সঞ্জু যদি ব্যাড প্যাচের মধ্যে দিয়ে

যায়, তাহলে আবার অন্য কারও সঙ্গে তুলনা শুরু হয়ে যাবে। এটা হওয়া উচিত নয়। টিম ম্যানেজমেন্ট যদি সূর্যকুমারের পাশে থাকে, তাহলে ওকে আরও বেশি সুযোগ দিতে হবে। মানুষ তাঁদের মতামত জানাবে, সব শেষে এটা ম্যানেজমেন্টের

সিদ্ধান্ত।

কপিল আরও বলছেন, খেলা শেষ হওয়ার পরে কথা বলা খুব সহজ ব্যাপার। অনেকে বলতেই পারেন সূর্যকুমার যাদবকে সাত নম্বরে পাঠিয়ে ওকে ফিনিশার হিসেবে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। ওয়ানডেতে এগুলো নতুন কোনও ব্যাপার নয়। আগেও এরকম ঘটছে বহুবার। একজন ব্যাটারকে যদি ব্যাটিং অর্ডারে নীচের দিকে ব্যাট করতে পাঠানো হয়, তাহলে তার আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরতে পারে। তবে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের উচিত অধিনায়ককে গিয়ে বলা যে আমি চাপের মুখে খেলতে পারব। কোচ এবং অধিনায়ক একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেবে।

মারাদোনোর নামে কুরুচিকর ব্যানার, সমর্থকের কড়া শাস্তির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৃথিবীর যেখানেই যান না কেন, বিতর্কে জড়ানো ইংল্যান্ডের ফুটবল সমর্থকদের কাছে একটা অভ্যেসের মতো হয়ে গিয়েছে। ইটালিতেও তার ব্যতিক্রম হল না। দিয়েগো মারাদোনোর নামে কুরুচিকর বাক্য লেখা ব্যানার নিয়ে মাঠে ঢুকতে চেষ্টা করেছিলেন এক দর্শক। তাঁর টিকিট বাতিল করা হল। ম্যাচ দেখতে দেওয়া হল না।

বৃহস্পতিবার রাতে নেপলসের মাঠে ইটালির বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল ইংল্যান্ড। ইউরো কাপে টাইব্রেকারে হারের সেই রাত ভোলেননি ইংরেজ সমর্থকরা। প্রায় আড়াই হাজার ইংরেজ সমর্থক হাজির হয়েছিলেন। সেখানেই এক দল সমর্থক বিতর্কে জড়ালেন মারাদোনোর নামে কুরুচিকর শব্দ লেখা ব্যানার এনে। আর্জেন্টিনা এ দিন ইংল্যান্ডের ধারে কাছে ছিল না। তবু তাদের নাম জড়িয়ে গেল স্টেডিয়ামের নামের কারণে।

ফুটবলজীবনে দীর্ঘ দিন ইটালির ক্লাব নাপোলির হয়ে খেলেছিলেন মারাদোনো। দু'বার লিগ জিতিয়েছিলেন। মারাদোনোর মৃত্যুর পর স্টেডিয়ামের নাম বদলে দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনো স্টেডিয়াম রাখা হয়। যে হেতু স্টেডিয়ামের নামের সঙ্গে মারাদোনো জড়িয়ে, তাই খোঁচা মারার সুযোগ ছাড়তে চাননি ইংরেজ সমর্থকরা। তবে রক্ষীদের নজর এড়াতে পারেননি ইংল্যান্ডের ফুটবল সংস্থা এফএ ঘটনার তীব্র নিঃশব্দ করেছে। জানিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ওই সমর্থকের টিকিট বাতিল করা হয়েছে। তিনি দেশে ফিরলে কড়া শাস্তি দেওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে।

ঘরের মাঠে পানামাকে হারিয়ে বিশ্বকাপের সেলিব্রেশন করলেন মেসিরা



বুয়েনস আইরেস, ২৪ মার্চ : তারিখের নিরিখে অনেকটা সময় পেয়েছে গিয়েছে। কাতার বিশ্বকাপের রেশ কাটেনি আর্জেন্টিনার। এমনটাই তো হওয়ার কথা! দীর্ঘ ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জিতেছে আর্জেন্টিনা। দেশে ফেরার পর মেসিদের নিয়ে জনজোয়ার দেখা গিয়েছে। আরও এক বার নীল-সাদা জার্সিতে নামালেন লিওনেল মেসি। তাঁকে দেখতে যে রকম টিকিটের চাহিদা ছিল, তাতে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থা। ৬৩ হাজারের আসন-বিশিষ্ট মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে টিকিটের জন্য আবেদন হয়েছিল ১৫ লক্ষ। ভাগ্যবানরাই যেন স্টেডিয়ামে গিয়ে মেসি এবং আর্জেন্টিনার খেলা দেখার সুযোগ পেলেন। পানামার বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে জয়ের চেয়ে বিশ্বকাপের সেলিব্রেশনই হল বেশি। ক্যাপ্টেন মেসির জন্য আরও একবার জনজোয়ার। পেশাদার কেরিয়ারে ৮০০ গোলের রেকর্ডও গড়লেন লিও মেসি।

নাচ-গান ছল্লোর। ফুটবলারদের পরিবারও উপস্থিত ছিল এমন একটা মুহূর্তে। পানামার বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জিতল আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ৭৮ মিনিটে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেন থিয়াগো আলমোডা। শেষ মুহূর্তে গোল লিও মেসির। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর ৮০০ গোলের মাইলফলকে এ বার মেসি। আর্জেন্টিনার জয়, মেসির গোল, বিশ্বকাপ জয়ের সেলিব্রেশন। ম্যাচের পর আর্জেন্টিনা অধিনায়ক পূর্বসূরীদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। তেমনই বিশ্বকাপ জয়ের সেলিব্রেশনে সামিল করলেন সকলকে। লিও

মেসি বলেন, কোপা আমেরিকা জয়ের পর বিশ্বকাপ। এত ভালোবাসা পাচ্ছি, সকলকে ধন্যবাদ। বিশ্বকাপ শুরুর আগে আমরা বলেছিলাম, সর্বশ্রম দিয়ে চেষ্টা করব। মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামের গ্যালারি আরও এক বার দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলকে। শুধুমাত্র দল হিসেবে নয়, ব্যক্তিগত ভাবেও মেসির জন্য কাতার বিশ্বকাপ স্পেশাল। আর্জেন্টিনার অপেক্ষার অবসান হয়েছে, মেসিরও। দিয়েগো মারাদোনোর পর আর্জেন্টিনার সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবলার মেসিই।

তাঁকে ঘিরে বহু আগে থেকেই স্বপ্ন দেখছিল মারাদোনোর দেশ। ২০১৪ বিশ্বকাপে মেসির নেতৃত্বে ফাইনালে উঠেছিল আর্জেন্টিনা। কিন্তু জার্মানির কাছে অতিরিক্ত সময়ের গোলে হার। রানার্স তকমায় সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। সর্বকালের অন্যতম সেরা লিওনেল মেসির দক্ষতা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছিল বিশ্বকাপ না জেতায়। দেশ-বাসীর আক্ষেপ পূরণ হয়েছে, মোসিরও। সেই প্রসঙ্গ উঠে এল অধিনায়কের কথায়। বলছেন, ব্যক্তিগত ভাবেও এই মুহূর্তের স্বপ্ন দেখেছি। অবশেষে সকলের সঙ্গে বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দ করতে পারছি। কোপা

আমেরিকা, ফিনালিসমা, বিশ্বকাপ। অল্প সময়ের ব্যবধানে স্বপ্নের মতোই কেটেছে আর্জেন্টিনার। বিশ্বকাপ সাফল্যের জন্য সতীর্থদের কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুললেন না। তেমনই যারা বিশ্বকাপ জিততে পারেননি সেই সমস্ত সতীর্থ ফুটবলারদেরও চেষ্টার জন্য কুর্নিশ জানালেন প্যাস্টেন। মেসি বলেন, এই দিনটা আমাদের জীবনে এসেছে। তবে সেই সমস্ত সতীর্থদের ভুলিনি, যারা দেশকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করতে সর্বশ্রম দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন।

আমরা খুব কাছে পৌঁছেও কোপা আমেরিকা, বিশ্বকাপ জিততে পারছিলাম না। ওরাও এই বিশ্বকাপ জয়ের অংশ। দেশের জার্সিতে সর্বশ্রম দিয়েছিল। আনন্দের মুহূর্তে আবেগধন পরিস্থিতি তৈরি হলেও দ্রুত সামলে নিয়ে বলেন, দীর্ঘ সময় পর আমরা বিশ্বকাপ জিততে পেরেছি। যতদিন না আরও একটা বিশ্বকাপ আসছে, চলো এই মুহূর্তটাকে আনন্দ করি। একটা বিশ্বকাপ জিততে কতটা পরিশ্রম, চেষ্টা প্রয়োজন এখন ভালো ভাবেই অনুভব করতে পারি। অনেক কিছুই উপরই নির্ভর করে। আমাদের জার্সিতে তৃতীয় তারা যোগ হওয়ার আনন্দ মেতে থাকি।

অভিষেক ম্যাচে ভারতীয় কোচের মন কাড়লেন নাওরেম মহেশ

ইস্ফল, ২৪ মার্চ : শেষ কুড়ি মিনিট খেললেও ভারতীয় অধিনায়ক ইগার স্টিমচের নজর কেড়ে নিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল এফসি-র অন্যতম সফল ফরোয়ার্ড নাওরেম মহেশ সিং। বুধবার ইস্ফলের খুমান লস্পক স্টেডিয়ামে প্রায় ৩০ হাজার সমর্থকের সামনে মহেশ ভারতীয় সিনিয়র দলের জার্সি গায়ে প্রথম মাঠে নামেন। মায়ানমারের বিরুদ্ধে ভারতের এই ১-০-য় জেতা ম্যাচে তিনি ছাড়াও অভিষেক হয় মেহতাব সিং ও ঋত্বিক দাসেরও। কিন্তু কোচ স্টিমচকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছেন মহেশ।

বুধবার অনিরুদ্ধ থাপার গোলে জেতে ভারত। ম্যাচের ৭১ মিনিটের মাথায় মনবীর সিং ও নাওরেম মহেশকে একসঙ্গে নামান স্টিমচ। ম্যাচের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, মহেশ আমাকে আকর্ষণ করে দিয়েছে। আইএসএলে ওর দক্ষতার প্রমাণ আমি পেয়েছি। কিন্তু আইএসএল থেকে যখন ফুটবলাররা ভারতীয় দলে আসে, তখন চাপটা অন্য রকমের হয়। আজ ও অসাধারণ খেলেছে। যতটুকু খেলেছে, একেবারে নিখুঁত খেলেছে।

মহেশ অবশ্য প্রথমে স্টিমচের সম্ভাব্য দলে ছিলেন না। তিনি ছিলেন রিজার্ভের তালিকায়। শিবর্জি নারায়ণন চোট পেয়ে যাওয়ায় তাঁকে দলে ডাকেন স্টিমচ। সদ্যসমাপ্ত হিরো আইএসএলে তাঁর দল ইস্টবেঙ্গল এফসি তেমন ভাল কিছু করতে না পারলেও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখান মহেশ। মোট ১৯টি ম্যাচে তিনি দুটি গোল করেন ও সাতটি গোলে অ্যাসিস্ট করেন। একই ম্যাচে তিনটি অ্যাসিস্টের রেকর্ডও আছে তাঁর, যা আর কোনও ভারতীয় ফুটবলারের নেই। ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনিই। মহেশের কনভারশন রেটও ছিল উল্লেখযোগ্য, ১৩ শতাংশ।

ইস্টবেঙ্গলের কোচ স্টিফেন কনস্টান্টাইন একাধিকবার মহেশের প্রশংসা করেন। ব্রাজিলীয় ফরোয়ার্ড ক্রেন সিলভা ও মহেশের জুটিই লাল-হলুদ শিবিরকে অধিকাংশ গোল এনে দেন। দলের ২২টি গোলার মধ্যে ১৩টিতে ক্রেনটের ও নীচিতে মহেশের অবদান ছিল। সেই কারণেই তিনি ভারতীয় দলে ডাক পান। এ বার হয়তো তাঁকে নিয়মিত জাতীয় দলের জার্সি গায়ে দেখা যাবে।

বুধবার ভারতীয় দল দাপুটে ফুটবল খেললেও মায়ানমারও প্রায়ই পাল্টা আক্রমণে উঠে ভারতীয় গোলকিপার অমরিন্দর সিং ও ডিফেন্ডারদের কড়া পরীক্ষার মুখে ফেলে। সারা ম্যাচে ভারত যেখানে ছ'টি গোলমুখী শট নেয়, সেখানে মায়ানমারের দু'টি শট ছিল গোলে। অমরিন্দর সিং দুর্দান্ত দক্ষতায় অবধারিত ক্রাফিক গোল বাঁচাতে না পারলে ক্রিন শিট রেখে মাঠ ছাড়া হত না ভারতের।

ম্যাচের স্কোর ১-০ হলেও দুই দলই ৯০ মিনিটে যা সুযোগ পেয়েছিল, তাতে ছবিটা পুরো অন্যরকম হত। ভারতীয় অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী একাই প্রায় চারটি অবধারিত গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেন। তবে রেষারি়ের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত ভারতের বিপক্ষেও গিয়েছে। দু'বার তাঁকে নিজেরদের বক্সের মধ্যে ফাউল করেও পার পেয়ে যান মায়ানমারের ফুটবলাররা। দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল করলেও ভারতীয় অধিনায়কের বিরুদ্ধে অফসাইডের সিদ্ধান্ত দেন সহকারী রেফারি।

পাকিস্তান থেকে সরবে না এশিয়া কাপ, মিলল সমাধানসূত্র!

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। এশিয়া কাপ আয়োজন নিয়ে জটিলতা কাটাতে এমনই সমাধানসূত্র খুঁজে পেয়েছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। পাকিস্তান থেকে যাতে টুর্নামেন্ট পুরোপুরি সরিয়ে নিয়ে যেতে না হয়, তা নিশ্চিত করতেই একাধিক দেশে এশিয়া কাপ আয়োজন করা হতে পারে। এবছর।

পাকিস্তানে আয়োজিত হলে এশিয়া কাপে অংশ নেবে না ভারত। পাকিস্তানে খেলতে যাবে না বলেই টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় থাকবে না টিম ইন্ডিয়া। সুতরাং, যদি টুর্নামেন্টে ভারতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয়, তাহলে পাকিস্তান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এশিয়া কাপ, যা নিয়ে প্রবল আপত্তি আয়োজক বোর্ড পিসিবি। তারা কোনওভাবেই চায় না দেশের বাইরে এশিয়া কাপ আয়োজন করতে।

সুতরাং, ভারতের ম্যাচগুলি ছাড়া এশিয়া কাপের বাকি ম্যাচগুলি পাকিস্তানে আয়োজন করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভারতের ম্যাচগুলি আয়োজিত হবে অন্য কোনও দেশে। ইএসপিএন-ক্রিকইনফোর খবর অনুযায়ী, অন্তত ২টি ভারত-পাক লড়াই-সহ টুর্নামেন্টের মোট ৫টি ম্যাচ আয়োজনের জন্য আমিরশাহি, ওমান, শ্রীলঙ্কা এমনকি ইংল্যান্ডকেও সম্ভাব্য কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ৬ দলের এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান একই গ্রুপে রয়েছে। তিন দলের গ্রুপে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেবে কোয়ালিফায়ার খেলে উঠে আসা দল। অন্য গ্রুপে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। ফাইনাল-সহ ১৩ দিনের টুর্নামেন্টে মোট ১৩টি ম্যাচ আয়োজিত হবে। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এবছর এশিয়া কাপ আয়োজিত হবে ৫০ ওভারের ফর্ম্যাটে। সেপ্টেম্বরের শুরুতে বসবে এশিয়া কাপের আসর। টুর্নামেন্টের ফর্ম্যাট অনুযায়ী উভয় গ্রুপ থেকে ২টি করে দল সুপার ফোরের যোগ্যতা অর্জন করবে। সুপার ফোর রাউন্ডের শেষে লিগ টেবিলের প্রথম ২টি দল ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করবে। ভারত-পাকিস্তান উভয় দল ফাইনালে উঠলে টুর্নামেন্টে সর্বাধিক ৩টি ম্যাচে মুখোমুখি হতে পারেন বাবর-রোহিতরা। অর্থাৎ, এশিয়া কাপে ২ সপ্তাহের মধ্যে তিনটি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ খেলা হতে পারে। প্রাথমিকভাবে শোনা গিয়েছিল পাকিস্তান থেকে সরিয়ে এশিয়া কাপ আয়োজন করা হতে পারে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাকিস্তান ঘরের মাঠে এশিয়া কাপ খেলার সুযোগ হারাবে না।

চাকরি যাচ্ছে কনস্টান্টাইনের এফএসডিএল-কে চিঠি পাঠাবে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্টিফেন কনস্টান্টাইনের বিদায় নিশ্চিত। নতুন মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের রিমেট কন্ট্রোল নতুন কোনও বিদেশি কোচের হাতে থাকবে।

বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল এবং ইমামি কর্তাদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। আলোচনার শেষে ইমামি কর্তা আদিত্য আগরওয়াল জানিয়ে দেন স্টিফেন কনস্টান্টাইনের উপরে তাঁদের মাহেভঙ্গের কথা। এদিকে সুপার কাপ সামনে। সুপার কাপে লাল-হলুদের দায়িত্বে থাকবেন আলোচনা হয়। ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ কে হবেন, সেই ব্যাপারে অবশ্য কিছু জানানো হয়নি।

আদিত্য আগরওয়াল বলেন, কোচের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যাবে না। ক্লাব ও বিনিয়োগকারী সংস্থার আলোচনার পরে একযোগে ইমামি কর্তা আদিত্য আগরওয়াল ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়ে দেন, আগামী মরশুমে শক্তিশালী দল গঠন করা হবে, ভাল মানের বিদেশি ফুটবলার নেওয়া হবে। আগামী শনিবার আরেক প্রস্থ আলোচনা হবে ইস্টবেঙ্গল ও বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তাদের মধ্যে।



এদিকে এফএসডিএল-কে চিঠি পাঠাতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। নতুন করে ফুটবলারদের ড্রাফটের আয়োজন করা হোক, এই মর্মে আবেদন জানাতে চলেছে লাল-হলুদ। নতুন করে ড্রাফট করা হলে পছন্দসই ফুটবলার নেওয়া সম্ভব হবে লাল-হলুদের পক্ষে। তবে এফএসডিএল কি ইস্টবেঙ্গলের এই আবেদনে সড়া দেবে? লাল-হলুদের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, আমরা যখন প্রথম বার আইএসএল খেলতে নামি তখন অতিমারি পরিস্থিতি ছিল। ওই দু' বছর কিছু করা সম্ভব হয়নি। তৃতীয় বার হাতে সময় খুবই কম ছিল। এফএসডিএলের এটা বিবেচনা করা উচিত। আমাদের দলকেই বারবার ভুগতে হচ্ছে।